ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-179 ■ 7April, 2025 ■ আগরতলা ৭ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ২৪ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিপিএমের সাধারন সম্পাদক এম এ বেবি

বয়সবিধি! কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো থেকে সরলেন মানিক, নতুন মুখ জিতেন্দ্র

মাদুরাই, ৬ এপ্রিল ।। সীতারাম ইয়েচুরির শূন্য করে যাওয়া পদে আসীন হলেন এম. এ. বেবি। সিপিএমের মাদুরাই পার্টি কংগ্রেসে কেরলের ওই নেতাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। দলের শীর্ষ পদে তাঁকে বেছে নেওয়াতে সিপিএমে দক্ষিণের পাল্লা অনেকটাই ভারি হয়ে গেছে। এদিকে, বয়সবিধির কারণে সিপিএমের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়লেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সেখানে, ত্রিপুরা থেকে পলিটব্যুরোর নতুন সদস্য হয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। অন্যদিকে, ত্রিপুরা থেকে নতুন চারজন সদস্য মানিক দে, রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া এবং কৃষ্ণা রক্ষিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের পি সুন্দরাইয়া (অন্ধ্রপ্রদেশ) (কেরল) ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ এবং সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁদের পর একটা দীর্ঘ সময় দলের শীর্ষপদে ছিলেন পঞ্জাবের হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ।

এম এ বেবি

তাঁর নেতৃত্বে সিপিএমের দারুন উত্থান হয়েছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সিপিএমের ব্যাটন তুলে দেওয়া হয় প্রকাশ কারাটের হাতে। কারাটের সময়েই পরমাণু চুক্তি ইস্যুতে ইউপিএ-র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সিপিএম। কারাট জমানা শেষ হওয়ার পর দায়িত্ব পান সীতারাম ইয়েচুরি। ওই দুই দক্ষিণী নেতার পর মনে করা হচ্ছিল এবার সিপিএম হয়তো দাক্ষিনাত্যের বাইরে শীর্ষ পদের নেতা বেছে নেবে। কিন্তু, মাদুরাই পার্টি কংগ্রেস সিপিএমের ছবি বদলের দায়িত্ব দিল ১২ বছর ধরে কেরল থেকে রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কোল্লামের ভূমিপুত্র মারিয়াম আলেকজান্ডার বেবিকে।

বয়সের কারণে বিদায়ী পলিটব্যুরোর সদস্যদের মধ্যে সাত জনের বাদ পড়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই তালিকায় ছিলেন প্রকাশ কারাট, বৃন্দা কারাট, সুহাষিনী আলি, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বাংলার সূর্যকান্ত মিশ্র এবং তামিলনাড়ুর জি রামকৃষ্ণন। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে বিজয়নকে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোয় রেখে দেওয়া হয়েছে। বাকি ছ'জন সরে গেলেন।

এদিকে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। বয়সবিধির কারণে তিনি পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৯৮ সালে ৪৯ বছর বয়সে মানিক সরকার সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য হয়েছিলেন। একটানা ২৭ বছর তিনি দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটির সদস্য ছিলেন। নতুন সদস্য হিসেবে ত্রিপুরা পলিটব্যুরোতে স্থান পেয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এছাড়া, মানিক দে, রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া এবং কৃষ্ণা রক্ষিত সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন সদস্য হিসেবে স্থান পেয়েছেন।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী

সরকার সমাজের সেবা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। রামনবমী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশবাসীকে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। রবিবার সকালে এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানিয়েছেন, 'রাম নবমীর পবিত্র উৎসবে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। এই উৎসব ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার এবং কর্তব্যনিষ্ঠার বার্তা বহন করে। মর্যাদার প্রতীক ভগবান শ্রী রাম মানবজাতির জন্য ত্যাগ, অঙ্গীকার, সম্প্রীতি এবং বীরত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুশাসনের ধারণা, যা রাম রাজ্য নামে পরিচিত, আদর্শ বলে বিবেচিত হয়।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, 'রাম নবমী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ভগবান শ্রী রামের জন্মোৎসবের এই পবিত্র ও শুভ মুহূর্ত আপনাদের সকলের জীবনে নতুন চেতনা এবং নতুন উৎসাহ নিয়ে আসুক। একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং সক্ষম ভারতের সংকল্পে ক্রমাগত নতুন শক্তি যুক্ত হোক। জয় শ্রী রাম!'

এদিকে, রবিবার, ৬ এপ্রিল বিজেপি-র ৪৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সাফল্যের নিরিখে এখনও পর্যন্ত দেশের শীর্ষে রয়েছে বিজেপিই। প্রতিষ্ঠা দিবসে উৎসবের আবহ গেরুয়া শিবিরে। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন রাজ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'দলের স্থাপনা দিবসে বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তাকে শুভেচ্ছা। গত কয়েক দশক ধরে যারা আমাদের দলকে শক্তিশালী করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সকলকে আমরা স্মরণ করছি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি এখন দেশের সেরা রাজনৈতিক দল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। *ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতীয় জনতা পার্টি এখন দেশের অন্যতম সেরা একটি রাজনৈতিক দল। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে সকল অংশের মানুষের বিকাশ সাধন করা।*

রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগরতলার কৃষ্ণনগরস্থিত দলীয় সদর কার্যালয়ে আয়োজিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই দলের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই অবগত রয়েছেন। প্রত্যেকেই জানেন যে বিজেপি কার্যকর্তাদের পার্টি। কিছু রাজ্য ব্যতীত প্রায় প্রতিটি রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে বিজেপি ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় সরকার গঠন করেছিল। তাঁদের দিকনির্দেশনা এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার দিকনির্দেশনায় আমরা কাজ করছি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ২০১৮ সাল থেকে রাজনৈতিক সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তারা এখন অন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সই করলেন রাষ্ট্রপতি

ওয়াকফ সংশোধনী বিল এবার আইনে পরিণত

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। ওয়াকফ সংশোধনী বিলে শনিবার রাতে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর ফলে সংসদের উভয়কক্ষে পাস হওয়া বিলটি পরিণত হল আইনে। গত বুধবার গভীর রাতে দীর্ঘ বিতর্কের পরে লোকসভায় ৫৬ ভোটের ব্যবধানে পাস হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। পক্ষে পড়েছিল ২৮৮টি ভোট। বিপক্ষে পড়েছিল ২৩২টি ভোট। এর পরে ১২৮-৯৫ ভোটে রাজ্যসভায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাস হয়েছিল এই সংশোধনী বিল।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হওয়া বিল অনুমোদনের জন্য পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টের জন্মই হয়েছে মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। কমিউনিস্টের জন্মই হয়েছে মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে। লেলিন, স্টেলিনেরা কোটি কোটি মানুষের প্রাণ শেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিল। আজ প্রতাপগড় মন্ডল আয়োজিত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি আরো বলেন, কমিউনিস্ট আর কোনদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুবসমাজকে ধ্বংস করে মানুষের অভিশাপ পেয়েছে সবথেকে বেশি কমিউনিস্টরা। তাই এই দল আর কোনদিন কোন রাজ্যেই ফিরে আসতে পারবে না। তিনি বলেন দল চলে নেতৃত্বদের মাধ্যমে। কমিউনিস্ট কংগ্রেস প্রত্যেক দলেই নেতার অভাব রয়েছে। যার ফলে সেই দলগুলির গ্রহণযোগ্যতা নেই বলেও দাবি করেন সাংসদ বিপ্লব দেব।

তিনি আরো বলেন, কার্ল মার্কস এর মত নেতৃত্বদের অনুসরণ করে কমিউনিস্টরা। তারা শ্রমজীবী অংশের মানুষের কথা বলে। কিন্তু কার্ল মার্কস নিজেই ছিলেন শিল্পপতি।

তিনি কিভাবে শ্রমজীবীদের দুঃখ বুঝবেন। কমিউনিস্টরা কোনদিন জনগণের উন্নয়ন করতে পারেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সঙ্কটাপন্ন বিদ্যুৎকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। সহকর্মীর গাফিলতির কারণে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী তাপস দাস। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে আগরতলার আইজিএম চৌমুহনী এলাকায়।

জানা গেছে, দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মরত তাপসবাবু শনিবার সকালে আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন বিদ্যুৎ লাইনের মেরামতির কাজে যান। নিয়ম অনুযায়ী, কাজ শুরুর আগে প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য সহকর্মীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সহকর্মী সুইচ বন্ধ করা হয়েছে বলে জানালে, তাপস দাস কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেই সময়েই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার পর তড়িঘড়ি করে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাপস দাসের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর স্ত্রী জানান, তাপসের শরীর পুরো শক্ত হয়ে আছে। হাত-পা বা শরীরের কোনো অঙ্গই নাড়াচাড়া করতে পারছে না।

ঘটনার জেরে বিদ্যুৎ দপ্তরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সহকর্মীরা।

দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের বিরুদ্ধে

রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামছে যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ক্রমবর্ধমান নেশার বিস্তার, চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলনের পথে নামছে যুব কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যে রোববার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি নীলকমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাহা জানান, "রাজ্যে যুব সমাজ আজ চরম সংকটে। একদিকে মাদকের থাবা, অন্যদিকে চাকরি দেওয়ার নামে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চলেছি।" তিনি আরও জানান, এই আন্দোলন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেস ক্লাবের নতুন সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক রমাকান্ত দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আগামী দু-বছরের জন্য গঠিত হলো ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট প্রেসক্লাবের নতুন পরিচালন কমিটি। নির্বাচনে নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার এবং সম্পাদক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন রমাকান্ত দে। এছাড়াও সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন চিত্রা রায়। সহকারী সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দুজন, অভিষেক দে ও কমল চৌধুরী। কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন রঞ্জন রায়।

এছাড়াও কার্যকরী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য হলেন, মিহির লাল সরকার, অভিষেক দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা, সন্তোষ গোপ এবং বিশ্বজিৎ দে। আগরতলা প্রেসক্লাবের ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ দত্ত চৌধুরী।

উল্লেখ্য, রবিবার সকাল ১১ টায় প্রেসক্লাবে প্রথমেই সম্পন্ন হয়েছে দ্বি বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় প্রেস ক্লাবের বিদায়ী সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর ক্লাবের নবীন প্রবীণ সকল সদস্যরাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

তারপর আগরতলা প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে দুপুর ১টা থেকে নির্বাচন শুরু হয়েছে। ২৩২ জন ভোটার তাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করেন এদিন। সন্ধ্যায় ভোট গণনার পর ঘোষিত হয় ১১ জন বিজয়ীর নাম।

চুরির অভিযোগে থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ এপ্রিল।। এবার বিশালগড় এলাকা থেকে ইট চুরির অভিযোগ জানালেন জিয়ার হোসেন নামে এক দোকান মালিক। যদিও এ ব্যাপারে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশালগড় এলাকায় দুষ্কৃতিককারীদের তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। এবার এক দোকান মালিকের ইট নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়। বিবরনে জানা গেছে দোকান নির্মাণ কাজের জন্য প্রায় এক হাজার ইট বিশালগড় থানাধীন চন্দ্রনগর এলাকার রাস্তার পাশে রেখেছিলেন দোকান মালিক জিয়ার হোসেন। কিন্তু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেপ্তার কুখ্যাত কট্টর জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার করা হলো কুখ্যাত কট্টর জঙ্গি অনিদা রিয়াং-কে। জঙ্গি গোষ্ঠীর মূল নেতা সে।

ত্রিপুরা ইউনাইটেড ন্যাশনাল ফ্রন্ট - র সশস্ত্র ক্যাডারদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, উত্তর ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরেমিয়া ডারলং (টিপিএস) এবং এসডিপিও কাঞ্চনপুর আশীষ কুমার ঠাকুর (আইপিএস) এর নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল আনন্দবাজার থানা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান শুরু করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন ওসি, আনন্দবাজার থানা এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। রাত প্রায় ১১.১৫ মিনিটে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে

টেট পরীক্ষার প্রস্তুতি সহায়তায় বৃহৎ মক টেস্টের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আগামী এপ্রিল মাসে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলা টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি জোরদার করছে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষার্থী। সেই প্রেক্ষিতে আর্ট অফ উইনিং ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রবিবার আগরতলার মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের টেট পরীক্ষার প্রস্তুতি সহায়তার লক্ষ্যে একটি বৃহৎ মক টেস্টের আয়োজন করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে জানা যায়, অনলাইনের মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজার ছাত্রছাত্রী রেজিস্ট্রেশন করলেও, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে আড়াই হাজার পরীক্ষার্থীর জন্য সরাসরি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

সকাল ১১টা থেকে প্রথম শিফটের পরীক্ষা শুরু হয় এবং তা দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে। এরপর দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে আর্ট অফ উইনিং-এর প্রতিষ্ঠাতা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এই পরীক্ষা শুধুমাত্র একটি মূল্যায়ন নয়, বরং এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের টেট পরীক্ষার পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীরা কোন কোন বিষয়ে দুর্বল, তা চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৭ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
২৪ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অপ্রতিশ্রুত জলে প্রাণের ঝুঁকি

বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের ঊর্ধে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ প্রতিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

রামনবমী উপলক্ষ্যে শহরের একাধিক জায়গায় মিছিল

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে রামনবমী। রাজ্যজুড়েও পালিত আজকের এই বিশেষ তিথি। আর সেই রামনবমী উপলক্ষ্যে শহরে একাধিক জায়গায় মিছিল।

রবিবার সকাল ৬টায় একটি মিছিল হয়েছে সিআইটি মোড় থেকে গীতাঞ্জলি ঘড়ির মোড় হয়ে বেলেঘাটা রোড পর্যন্ত।

এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় একটি মিছিল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট থেকে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট পর্যন্ত। বিধান সরণি, কেসি সেন স্ট্রিট, বলাই সিংহ লেন, কৈলাস বোস স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মানিকতলা চালতা বাগান, বিবেকানন্দ রোড, ডাফ স্ট্রিট, গোয়াবাগান হয়ে শেষ হবে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটে।

দুপুর দেড়টায় রামনবমী উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বের হবে, যেটি শুরু হবে ক্যানাল রোড থেকে যাবে বেকারি রোড পর্যন্ত। সেটি যাবে হেস্টিংস ক্যানাল রোড, কবিতীর্থ সরণি, হেম চন্দ্র স্ট্রিট, কার্ল মার্কস সরণি, বাবু বাজার, ভূকৈলাস রোড, ডায়মন্ড হারবার রোড, খিদিরপুর ক্রসিং, খিদিরপুর ব্রিজ, হেস্টিংস বাস স্ট্যান্ড, হসপিটাল লেন, খালাসিটোলা রোড হয়ে শেষ হবে বেকারি রোডে।

দুপুর আড়াইটায় কাশীপুর রোড থেকে একটি মিছিল শুরু হবে, সেটি যাবে কেএন দত্ত রোড, বিটি রোড, কেসি রোড হয়ে চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত। আবার ওই সময়েই বাগবাজার স্ট্রিট থেকে বিকে পাল ক্রসিং পর্যন্ত একটি রামনবমীর মিছিল যাবে। সেটি বাগবাজার বাটা হয়ে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, এভি স্কুল, জেএম অ্যাভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, শোভাবাজার ক্রসিং, অরবিন্দ সরণি, রবীন্দ্র সরণি দিয়ে শেষ হবে বিকে পাল ক্রসিংয়ে। দুপুর আড়াইটাতেই আবার কাশীপুর রোড থেকে কেসি রোড পর্যন্ত যাবে আরও একটি মিছিল। সিঁথি মোড়, বিটি রোড, চিড়িয়ামোড় হয়ে মিছিল শেষ হবে কেসি রোডে। ওই একই সময়ে কবরডাঙা ময়দান থেকে বোসপুকুর ক্রসিং হয়ে একটি মিছিল যাবে নবপল্লী পর্যন্ত। সেটি বন্ডেল ব্রিজ, পিকনিক গার্ডেন রোড, কুষ্টিয়া মোড়, বড়তলা ক্রসিং, চৌবাগা, পঞ্চান্নগ্রাম, বিধাননগর রোড, নস্করহাট বাজার, কসবা থানার সামনে দিয়ে বোস পুকুর ক্রসিং হয়ে নবপল্লীতে শেষ হবে।

দুপুর ৩টের সময় আবার মিছিল শুরু হবে রামলীলা ময়দান থেকে। যাবে চম্পামণি হাসপাতাল রোড পর্যন্ত। সেটি সিআইটি রোড, পিলিপস মোড়, চরক তলা মন্দির হয়ে শেষ হবে চম্পামনি হাসপাতাল রোডে।

বিকেল ৪টের সময়ে তিলজলা রোড থেকে একডালিয়া হয়ে একটি মিছিল যাবে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন পর্যন্ত। সেটি বন্ডেল ফ্লাইওভার, বন্ডেল রোড শীতলা মন্দির, রিপোজ নার্সিং হোম, ব্রড স্ট্রিট, বালিগঞ্জ প্লেস, কর্নফিল্ড রোড, একডালিয়া রোড হয়ে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনে শেষ হবে।

বিকেল সাড়ে ৪টের সময় আরও একটি মিছিল বের হবে। সেটি শুরু হবে মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে, হবে কলাকার স্ট্রিট পর্যন্ত। নেতাজি সুভাষ রোড, রবীন্দ্র সরণি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, সিআর অ্যাভিনিউ, বিবেকানন্দ রোড হয়ে কলাকার স্ট্রিটে শেষ হবে।

এদিন রাত ৮টা নাগাদ একটি মিছিল বের হবে। সেই মিছিল শুরু হবে আলিপুর রোডে, যাবে দুর্গাপুর লেন পর্যন্ত। পিতাম্বর ঘটক লেন, চেতলা হাট রোড, রাজা সন্তোষ রোড হয়ে শেষ হবে দুর্গাপুর লেনে।

ফিরোজাবাদে পুলিশের ৫ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৮৫ অভিযুক্ত

ফিরোজাবাদ, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলা পুলিশ শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ৫ ঘণ্টা বিশেষ অভিযান চালিয়ে মোট ৮৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এই অভিযুক্তরা বিভিন্ন মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল বলে জানানো হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে শনিবার রাত ১২টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চালানো হয়। জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে মাত্র ৫ ঘণ্টায় মোট ৮৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতে যেভাবে আলোচনার ‘ঝড়’ তৈরি করেছে ইলন মাস্কের ‘গ্রক’

সৌতিক বিশ্বাস

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে কাজে লাগিয়ে যেসব চ্যাটবট তৈরি করেছে বিভিন্ন টেক কোম্পানি, এগুলোর কাছে নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন ব্যবহারকারীরা। কোনো একটা প্রশ্ন করার পর ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে একটা উত্তর দেয় এসব অ্যাপ। তবে উত্তর দেওয়ার সময় যদি ঠাট্টা করারও চেষ্টা থাকে ওই চ্যাটবটের ?

বন্ধুরা যেমন মজার ছলে অনেক সময় কথার উত্তর দেয় সেরকম চেষ্টা করে ভারতে আলোচনার “ঝড়” তৈরি করেছে ইলন মাস্কের সংস্থা এক্সএআই এর তৈরি করা চ্যাটবট “গ্রক”।

এক্স (সাবেক টুইটারে) প্ল্যাটফর্মে বিল্ট-ইন সুবিধায় যুক্ত করা হয়েছে এই চ্যাটবট, অর্থাৎ এটি এক্স থেকে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

‘‘গ্রক’’ ডেভেলপকারী সংস্থা এক্সএআই এর দাবি, গ্রকের তীব্র “রসবোধ” রয়েছে। আর “গ্রক-৩” হলো এই চ্যাটবটের সাম্প্রতিকতম উপডেট। একটি প্রশ্নের সূত্র ধরে ভারতের ডিজিটাল পরিসরে হঠাৎই “গ্রক” নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সেই প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর ‘‘টোকা’’ নামে এক অ্যাকাউন্ট থেকে।প্রশ্নটা জটিল কোনো বিষয়ে ছিল না। ‘‘টোকা’’ অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী ‘গ্রক’কে বলেছিলেন- ‘এক্স-এ আমার ১০জন বেস্ট মিউচুয়ালের একটা তালিকা বানিয়ে দাও’। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিউচুয়াল বলতে বোঝায়, যে অ্যাকাউন্টগুলো একে অন্যকে “ফলো” করে এবং একে অন্যের পোস্টে ‘‘কমেন্ট’’, ‘‘লাইক’’, “শেয়ার” ইত্যাদি করে। প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হওয়ায় “টোকা” অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী ততক্ষণে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। তার মুখ থেকে দু-একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। “গ্রক” এর পাল্টা জবাবও দেয়। উত্তর দেওয়ার সময় এক্স অ্যাকাউন্টে দশজন মিউচুয়ালের তালিকা দেওয়ার পাশাপাশি হিন্দিতে বেশ কয়েকটা নারীবিদ্বেষী বা অপমানসূচক শব্দও জুড়ে দেয় “গ্রক”। পরে অবশ্য বিষয়টাকে লঘু করতে “গ্রক” লেখে- ‘আমি মজা করছিলাম, তবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম।’ এআই চ্যাটবটের ওই প্রতিক্রিয়া অন্যদের নজর এড়িয়ে যায়নি। দুই মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে তার সেই প্রতিক্রিয়া।

এক্স হ্যান্ডেলের অন্যান্য ব্যবহারকারীরাও একই পথ অনুসরণ করেন। ‘গ্রক’কে উসকে দেওয়ার জন্য নানান রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন তারা।

আর তাতেই আগল খুলে যায়। ক্রিকেটের গসিপ, রাজনৈতিক রটনা, বলিউড ড্রামা — সব কিছু নিয়েই এক্স হ্যান্ডেলের ব্যবহারকারী ভারতীয়রা তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। “গ্রক”ও সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে- অকপটে, নিজের শৈলীতে। সম্প্রতি ভারতে “ডিজিটাল সেনসেশন” (চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী) হয়ে উঠেছে এই চ্যাটবট। অনেকেই একে বর্ণনা করেছেন ‘‘ফিল্টারহীন’’ এবং অনেকটা ‘‘উন্মত্ত’’ চ্যাটবট হিসেবে। গত বছরই ইলন মাস্ক গ্রককে “বিশ্বের সবচেয়ে মজাদার” এআই বলে সম্বোধন করেছিলেন। এদিকে, গ্রকের সঙ্গে রসিকতায় মেতে থাকাদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। আইন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এই রসিকতায় যোগ দেয়। দিল্লি পুলিশের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ‘গ্রক’কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- সে কি কখনও ট্র্যাফিক টিকিট (ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য চালান) পায়নি? এর উত্তরে প্রথমে গ্রক চুপ করে ছিল। কিন্তু ব্যবহারকারীরা ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। সেই সময় এর উত্তরে “গ্রক” জবাব দেয়, ‘হা হা, দিল্লি পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে কেন আমি কখনও চালান পাই না- আমি একটা ডিজিটাল এআই, দিল্লির ড্রাইভার নই!’ ‘আমি লাল আলো ভেঙে এগিয়ে যাই না বা আমার হেলমেটটা ভুলে যাই না। তবে যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ১৯টা ক্যামেরার সাহায্যে প্রকৃত আইন লঙ্ঘনকারীদের ধরে, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। রাস্তা নিরাপদ রাখুন!’ দুই বছর আগে (তখনও এই চ্যাটবট লঞ্চ হয়নি) মি. মাস্ক এমন একটা চ্যাটবট আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা “তীক্ষ্ণ” এবং “অপরিশোধিত”। একইসঙ্গে জানিয়েছিলেন, ‘‘ওপেনএআই’’, “মাইক্রোসফট” এবং “গুগল”-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৈরি চ্যাটবট থেকে এই চ্যাটবট থেকে একেবারে আলাদা হবে।

‘‘গ্রক’’-এর এই ‘‘শৈলী’’র বেশিরভাগটাই “দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি” থেকে নেওয়া। “দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি” কিন্তু “সাই-ফাই অ্যাবসারডিটি” (কল্পবিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতার মিশেল) এবং হাস্যরসের মিশেল হিসেবে বিখ্যাত ছিল। মূলত রেডিও শো হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল, তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমে বই, টেলিভিশন শো এমনকি চলচ্চিত্রও তৈরি হয় এন ওপর। ‘‘গ্রক’’ সম্পর্কে ভারতের বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে চেয়েছিল বিবিসি। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাক্ট-চেকার অল্ট নিউজের প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক সিনহা বলেছেন, ‘গ্রক বেশ কিছু সময় ধরে রয়েছে। কিন্তু ভারতে এখন হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এর কারণ, এটা এখন একটা নতুন খেলনায় পরিণত হয়েছে।’ ‘‘গ্রক’’-এর “আনফিল্টারড” উত্তরকে ঘিরে আলোচনার মাঝেই আরও একটা ঘটনা ঘটে। এই চ্যাটবট নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সমালোচকদের কাছে দ্রুত প্রিয় হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক প্রশ্নের “সুনামি”। এমনই এক প্রশ্নের উত্তরে “গ্রক” প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীকে ‘‘নরেন্দ্র মোদীর চাইতে বেশি সৎ’’ বলে ঘোষণা করে বসে। তার সঙ্গে জুড়ে দেয়- “আমি কাউকে ভয় পাই না।” একটা প্রশ্নের জবাবে ‘‘গ্রক’’ লেখে ‘‘প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক থেকে রাহুল গান্ধী মোদীর চেয়ে এগিয়ে।’’

এমনকি নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার নিয়েও মন্তব্য করেছে। “গ্রক” দাবি করেছে ওই সাক্ষাৎকার ‘প্রায়শই স্ক্রিপ্টেড মনে হয়।’ এক্স মাধ্যমের একজন ব্যবহারকারী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ‘‘গ্রক’’-এর কারণে বিজেপি ‘সমস্যায় পড়েছে’ কি না। উত্তরে ওই চ্যাটবট জানায়- ‘এটা একটা বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে - কেউ পক্ষপাতিত্বের জন্য আমাকে তিরস্কার করছে, অন্যরা আবার উল্লসিত।’ এই প্রসঙ্গে, বিবিসির পক্ষ থেকে বিজেপির অমিত মালব্যর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি কোনোরকম মন্তব্য করতে রাজি হননি। ইতিমধ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচক ও ভারতের উদারপন্থিরা গ্রকের ‘সাহসী বক্তব্যে’র মাঝে ‘‘উদযাপনের রসদ” খুঁজে পেয়েছেন। অনেকে অভিযোগ তুলেছেন, ভারতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংগঠনগুলোর ‘‘বাকস্বাধীনতা অবরুদ্ধ করা হয়েছে”। যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান “ফিউচার অফ ফ্রি স্পিচ”-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাকস্বাধীনতার সমর্থনে থাকা ৩৩টা দেশের তালিকায় ২৪তম স্থানে রয়েছে ভারত। নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি অবশ্য ধারাবাহিকভাবে এই সমস্ত প্রতিবেদনকে খারিজ করে বাকস্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগকে অস্বীকার করে এসেছেন। অল্ট নিউজের মি. সিনহা এই প্রসঙ্গে বলেছেন,‘গ্রক নতুন এক বিদ্রোহী। গ্রককে প্রশ্ন করলে কেউ সমস্যায় পড়বে না। দক্ষিণপন্থিরাও রাহুল গান্ধীকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারপর এটা একটা প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়।’ ‘কংগ্রেস না বিজেপি- কে ভালো? এমন প্রশ্নের উত্তরে রাজনৈতিকভাবে সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে অন্যান্য চ্যাটবটগুলোকে। গ্রকের সেই জাতীয় ফিল্টারের অভাব রয়েছে বলে মনে হয় এবং এটা বিতর্কিত বিষয়গুলোর সরাসরি মোকাবিলা করতে ভয় পায় না।’

প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক ওয়েবসাইট মিডিয়ানামা.কম-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক নিখিল পাহওয়া মনে করেন- ‘ভারতে গ্রকের বক্তব্য নিয়ে যে আলোচনা চলছে তা অতিরঞ্জিত।’ ‘এআই মৌলিকভাবে ‘‘গার্বেজ ইন, গার্বেজ আউট”-এর ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অর্থাৎ যে ডেটা তাকে দেওয়া হয় তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সে জবাব দেয়, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ‘যেহেতু গ্রক এক্সকে ভিত্তি করে প্রশিক্ষিত, তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাওয়া কথোপকথনের সুর এবং নিদর্শনগুলোকে প্রতিফলিত করে। যার মধ্যে রয়েছে উদ্ভট প্রতিক্রিয়া এবং গালিগালাজ যা আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি।’ তিনি আরও বলেছেন, এটা কিন্তু আদর্শের বিষয় নয়। জবাবে সে যা বলছে সেই আউটপুটের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তাকে যা ইনপুট দেওয়া হয়েছে সেগুলোর। ‘বিবিসি বৃহস্পতিবার যখন ‘গ্রক’কে জিজ্ঞাসা করে যে এক্স হ্যান্ডেলে কে সবচেয়ে বেশি ‘‘মিসইনফরমেশন’’ (সঠিক নয় এমন তথ্য) ছড়ায়, তার উত্তরে ওই চ্যাটবট জানায়-‘এক্সে প্রকাশিত সাম্প্রতিক মনোভাব ও রিচ দেখে (ইলন) মাস্ককে একজন শক্তিশালী প্রতিযোগী মনে হয় বটে, তবে আমি এখনই তাকে শিরোপা দিতে পারি না।’ মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল মিডিয়ার রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে পড়াশোনা করছেন জয়জিৎ পাল। তিনি জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট মতাদর্শ সম্পন্ন একজন রাজনীতিবিদ বা সেলিব্রিটির বিপরীতে একটা চ্যাটবট তখনই পক্ষপাতদুষ্ট হয় যদি তাকে সেইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বা তাকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

তবে কোনো চ্যাটবট ভীষণরকমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লে তার প্রতিযোগিতামূলক দিকটা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। তিনি বলেছেন, ‘গ্রকের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, এটা উদারপন্থিদের সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কারণ এই প্ল্যাটফর্মের সর্বাধিক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর ডানপন্থি ঘেঁষা এবং যারা উদারপন্থি যুক্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করে।’ ‘তবে এটা যে বৃহত্তর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সেটা সম্ভবত বিশ্ব সম্পর্কে আরও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে পারে এবং প্রায়শই সেটা ওই পরিসরে উপস্থিত উচ্চকণ্ঠগুলোর বিরোধী।’

সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই ‘‘গ্রক’’-এর বিরুদ্ধে “অনুপযুক্ত” ভাষার ব্যবহার এবং ‘বিতর্কিত প্রতিক্রিয়া’র অভিযোগ তুলে এক্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ‘গ্রক’কে নিয়ে এই শোরগোলকে অবশ্য কেউ কেউ ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করছেন। যেমন মি. সিনহার মতে ‘মানুষ খুব শিগগিরই বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং এই পুরো ব্যাপারটাই স্বল্পস্থায়ী হবে।’ যদিও ‘‘গ্রক’’-এর “আনফিল্টারড” (অপরিশোধিত) প্রকৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপাতত এটা থাকছে।

বাংলায় যেভাবে প্যাডেল স্টিমার চালু হয়েছিল

সাইয়েদা আক্তার

যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন এখনকার মত গতিশীল ছিল না, সে সময় ঢাকার বাদামতলী ঘাট থেকে রোজ সন্ধ্যায় ছেড়ে যেত কমলা রঙয়ের বিশালাকৃতি প্যাডেল স্টিমার। একে রকেট নামে চেনেন অধিকাংশ মানুষ, তাতে চেপে দেশ-বিদেশে গেছেন বহু মানুষ। তৎকালীন পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের মোংলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেত অতিকায় সে জলযান। এসব প্যাডেল স্টিমার বা রকেটে যাতায়াত ছিল নিরাপদ আর আরামদায়ক, ফলে চাকরি- ব্যবসা-ভ্রমণসহ নানাবিদ প্রয়োজনে তাতে চলাচল করতেন বহু মানুষ।

কেবল যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ আর আরামদায়ক করাতেই ভূমিকা রাখেনি রকেট - কমলা রংয়ের বিশাল রকেটকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য আর সঙ্গীতেও চর্চা কম হয়নি।

বাংলায় সবসময়কার জনপ্রিয় গানগুলোর একটি - “ওরে নীল দরিয়া’’, সেটি “সারেং বৌ’’ নামে কালজয়ী এক সিনেমার গান। বাড়িতে ফেলে আসা স্ত্রীর জন্য জাহাজের চালক বা সারেংয়ের তীব্র আবেগ আর আকুলতা যেন গানটিতে ফুটে উঠেছিল।

তবে রোমান্টিকতার দিন ফুরিয়েছে বহুদিন আগেই, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়াসহ নানা সংকটে রকেটের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে।

সর্বশেষ তিনটি প্যাডেল স্টিমারের বহর নিয়ে শতবর্ষেরও বেশি পুরনো এসব নৌযানের সেবা ২০২২ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। তারপর আর স্টিমারগুলো একেবারেই চালু করেনি কর্তৃপক্ষ। যদিও ২০২৩ সালের এক ঈদে চালু করা হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য, তবে তা স্থায়ী হয়নি।

কিন্তু এই প্যাডেল স্টিমার চালু হয়েছিল কবে আর কীভাবে?

প্যাডেল স্টিমারের যাত্রার গল্প আঠার শতকের শেষের দিকে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে এ অঞ্চলে স্টিমার বা জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

শুরুতে এ অঞ্চলে চালু হয়েছিল প্যাডেল স্টিমার। এসব জাহাজে জ্বালানি হিসেবে এক সময় কয়লা ব্যবহার করা হত। কয়লা থেকে উৎপন্ন হওয়া স্টিম বা বাষ্পে এই নৌযান চলত বলে এর নাম হয় স্টিমার।

প্যাডেল স্টিমারে নৌযানের দুই পাশে বড় বড় চাকা বা প্যাডেল থাকত বলে এর নাম প্যাডেল স্টিমার। এই প্যাডেলের কারণেই এটি দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌযান ছিল। যে সময় এসব জাহাজ নদীতে নেমেছিল, সেসময় অন্য নৌযানের চাইতে এগুলো অনেক বেশি দ্রুত গতিতে চলত, যে কারণে লোকের মুখে মুখে এর নাম হয়ে যায় রকেট।

পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবেই একে সবাই রকেট স্টিমার বলে ডাকতে শুরু করে।

কালের পরিক্রমায় পরবর্তীতে স্টিমারের নকশায় পরিবর্তন করে চাকা পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, আঠারোশো শতকের গোঁড়ার দিকে ভারতের জলপথে স্টিমারের প্রচলন শুরু হয়।

সেই সাথে তখন কলকাতায় বেসরকারি খাতে জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে।

শুরুর দিকে মেসার্স কিড অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ১৮২৩ সালে প্রথম যাত্রীবাহী স্টিমার ‘‘ডায়না’’ দিয়ে হুগলী নদীতে পরিবহন ব্যবস্থা চালু করে।

এরপর ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি গঙ্গায় একটি স্টিমার সার্ভিস চালু করেছিল। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে, অচিরেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে তারা ব্রহ্মপুত্র নদে ভিন্ন একটি সার্ভিস চালু করে।

এসব স্টিমার মূলত যাত্রী পরিবহনের জন্যই ব্যবহার হত। কিন্তু উত্তর আসামের চা ধীরে ধীরে বিদেশের বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকলে, তৎকালীন সরকার ১৮৪৭ সালে কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে একটি নতুন রুটে বা পথে স্টিমার সার্ভিস চালু করে বলে বাংলাপিডিয়া উল্লেখ করেছে। এরপর ১৮৬২ সালে স্টিমারে করে কলকাতা থেকে মূলত এখনকার বাংলাদেশ অংশে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের কাজ শুরু হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিএ’র একজন সাবেক সচিব সৈয়দ মনোয়ার হোসেন বিবিসিকে বলেছেন, ওই সময় কোলকাতা থেকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে, চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছাত প্রথম চালু হওয়া প্যাডেল স্টিমার।

পরবর্তীতে কোলকাতা থেকে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়ার একটি এবং কোলকাতা থেকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থল বর্তমান বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছানোর আরেকটি রুটে স্টিমার সার্ভিস চালু হয়। গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়ার রুটটি চালু হয় ১৮৭০ সালে এবং সেসময় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে চালু হয়ে যাওয়ায় তখন কলকাতা থেকে ঢাকায় যাতায়াতের সাধারণ মাধ্যমে পরিণত হয় এই সার্ভিস।

প্রথমে কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে গোয়ালন্দ পৌঁছে একজন যাত্রী গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে চড়তেন, সেটি ঢাকা হয়ে পৌঁছাত নারায়ণগঞ্জ।

একই সাথে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের সহজ রুট বলে গোয়ালন্দ তখন বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয় বলে উল্লেখ করেছেন বিআইডব্লিউটিএর সাবেক কর্মকর্তা মি. হোসেন। নদী প্রধান অঞ্চলে সহজ, নিরাপদ এবং সুলভ ভাড়ার কারণে স্টিমার দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে জনপ্রিয়তা বহাল ছিল বহু বছর। এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পরও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণে স্টিমার সার্ভিস জনপ্রিয় ছিল, যদিও তা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ধরে রাখা যায়নি।

যেভাবে বাংলাদেশে স্টিমারের যাত্রা বন্ধ হয় সর্বশেষ ২০২২ সালে রকেট সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার পর বিআইডব্লিউটিসির মুখপাত্র মোঃ নজরুল ইসলাম মিশা বিবিসিকে বলেছেন, যাত্রী সংকট এবং আর্থিক লোকসান সামাল দিতে না পারার কারণে স্টিমার সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষ বিআইডব্লিউটিসির বহরে তিনটি প্যাডেল স্টিমার ছিল। তিনটি স্টিমারের একটি পিএস মাহসুদের বয়স ৯৪ বছর, ১৯২৮ সালে কলকাতার গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে এই প্যাডেল স্টিমারটি নির্মাণ করা হয়।

দেশীয় প্যাডেল স্টিমার বহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি স্টিমারের একটি পিএস মাহসুদ।

এছাড়া বহরের বাকি দুইটি স্টিমার পিএস লেপচা ১৯৩৮ সালে এবং পিএস টার্ন ১৯৫০ সালে কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপইয়ার্ডে নির্মিত হয়। বিআইডব্লিউটিএর সাবেক কর্মকর্তা মি. হোসেন বলেছেন, এক সময় বিআইডব্লিউটিসির বহরে ১৫টির মত প্যাডেল স্টিমার ছিল। সেই বহর তৈরি হয়েছিল, ১৯৬৫ সালে পাক- ভারত যুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি খাতে চলা রকেট স্টিমারগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নেয় তৎকালীন ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানটিই ১৯৭২ সালে বিআইডব্লিউটিসিতে রূপান্তরিত করা হয়। এসব স্টিমারে আশির দশক পর্যন্ত জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা হত। কিন্তু ১৯৮৩ সালে কয়লার পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হয় এগুলো। বাংলাদেশের এসব স্টিমারে চেপে নদী ভ্রমণ করেছেন ব্রিটেনের প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সফরের সময় তিনি রকেটে চড়েন। এ ছাড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটোসহ দেশ-বিদেশের বরেণ্য বহু অতিথি এই জলযানে চেপে বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। প্রায় দুই বছর আগে ২০২২ সালে বন্ধের সময় বিআইডব্লিউটিসি প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদ, পিএস লেপচা এবং পিএস টার্ন -এই তিন জাহাজকে রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

সেসময় প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মকর্তা মি. ইসলাম বিবিসিকে বলেছিলেন, এখন একটি মাত্র জাহাজ পিএস মাহসুদ ‘‘ন্যাশনাল ক্রুজ’’ হিসেবে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের ভ্রমণের কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাকি দুইটি স্টিমার চার্টার্ড অর্থাৎ বেসরকারি পর্যটনের জন্য ভাড়া দেয়ার পরিকল্পনা করেছে বিআইডব্লিউটিসি।

সর্বশেষ রকেট স্টিমার ঢাকা থেকে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ পর্যন্ত যেত আর পথে চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, কাউখালী, হুলারহাটসহ বেশ কয়েকটি স্টেশন বা ঘাটে থামত।

তার আগে ২০১৯ সালের এপ্রিলে নাব্যতা-সংকটের কারণে ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত যাওয়ার রুট বন্ধ হয়ে যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার বিজেপি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি পালিত হয়।

কনমেবল অনূর্ধ-১৭: গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিতে ব্রাজিল, হতাশ করল মেসির উত্তরসূরীরা

লুকো, ৬ এপ্রিল(হি.স.) : শনিবার রাতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও ইকুয়েডরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল নেইমারের উত্তরসূরীরা।

তবে দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের আরেক ম্যাচে হতাশ করেছে বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনার উত্তরসূরীরা। তারা হেরে গেছে কলম্বিয়ার কাছে ২-১ গোলে। আপাতত আর্জেন্টিনার লক্ষ্য, পঞ্চম-সপ্তম স্থানে জায়গা করে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা।

আগামী নভেম্বরে কাতারে হতে চলা অনূর্ধ-১৭ ফিফা বিশ্বকাপে কনমেবল থেকে ইতোমধ্যে জায়গা নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে তাদের সঙ্গে কাতারের টিকিট নিশ্চিত করেছে কলম্বিয়া, চিলি ও ভেনেজুয়েলাও। কনমেবল থেকে অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপে জায়গা পাবে মোট ৭টি দল। বাকি ৩ স্পটের জন্য আর্জেন্টিনার সঙ্গে লড়াই করবে ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে ও বলিভিয়া। পঞ্চম থেকে সপ্তম স্থান নির্ধারণী ম্যাচের জন্য ৮ থেকে ১১ এপ্রিল লড়াই করবে ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়া। গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষে এ চার দল সেরা তিন ও চারে জায়গা করে নিয়েছিল। গত ২৭ মার্চ থেকে কনমেবলের ১০ দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল। গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষে তলানিতে থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিশ্চিত করেছে পেরু।

রবিবার বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা।

সম্প্রীতির অনন্য নজির পানাগড়ে

দুর্গাপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ধর্ম যার যার, উৎসব সবারএই বাণীকে বাস্তব করে তুলল পানাগড়। রাজ্য জুড়ে যখন মেরুকরণের রাজনীতি প্রবল, তখন সম্প্রীতির এক বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করল কাঁকসার দানবাবা সেবা কমিটি। রামনবমীর শোভাযাত্রায় পুন্যার্থীদের জন্য তারা আয়োজন করল ঠান্ডা জল, মিষ্টি এবং পুষ্পবৃষ্টির। শুধু তাই নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকরাও হাতে রামনবমীর পতাকা ও কপালে গৈরিক তিলক নিয়ে অংশগ্রহণ করেন উৎসবে।

পানাগড় রণডিহা মোড় থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শ্রীরামচন্দ্রের ট্যাবলো সহ গোটা বাজার জুড়ে চলে শোভাযাত্রা। অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। শোভাযাত্রায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করেন সকলে। রাস্তার দুই পাশে গেরুয়া পতাকা, মন্দিরে রাম বন্দনা, হোম যজ্ঞ, জলছত্র, নরনারায়ণ সেবা সব মিলিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশ। দানবাবা সেবা কমিটির চেয়ারম্যান পিরু খান জানান, যেমন হিন্দু ভাইয়েরা ঈদ বা মহরমে পাশে থাকেন, তেমনই রামনবমীতেও আমরাও পাশে থাকতে চাই। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এই বার্তা নিয়েই আমরা এগোচ্ছি।

বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান, পানাগড়ে দীর্ঘদিন ধরেই রামনবমীর উৎসব সম্প্রীতির বার্তা বহন করে আসছে। এবারও রক্তদান শিবিরে মুসলিম যুবকদের অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা, জল ও সরবত বিতরণসব মিলিয়ে সম্প্রীতির এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এদিন দুর্গাপুর মেনগেটেও দুর্গাবাহিনীর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রা। ছিল লাঠিখেলা প্রদর্শনী। উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারে মহিলাদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে ছিল লাঠি। দুর্গাপুর এমএএমসি এলাকাতেও আয়োজন হয় শ্রীরামচন্দ্রের পূজার্চনার। পুরো শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় কমিশনারেট পুলিশের কঠোর নজরদারিতে।

বৃহত্তর আন্দোলনের বার্তা চাকরিহারাদের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর সেটডিয়ামে বৈঠক রয়েছে চাকরিহারা প্রার্থীদের। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। রবিবার শহিদ মিনারের পাদদেশে জমায়েত শুরু করেছেন চাকরিহারা প্রার্থীরা। সেখান থেকেই তাঁদের বার্তা, চাকরিতে পুনর্বহাল না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

আগরপাড়া মিশন পরিদর্শন ও নতুন ভবনের উদ্বোধন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই মুহূর্তে রাজ্যে। রবিবার তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুরের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগরপাড়ার মিশনে যান। ওই মিশনের গোল্ডেন জুবিলি বিল্ডিং এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যরূপানন্দ মহারাজ এই জানিয়েছেন, আগামীদিনে রামকৃষ্ণ বিশ্ববিদ্যালয় এর সূচনা হবে। আগামী দিনে মিশনের নানাবিধ কর্মকান্ডের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি।

হরিয়ানায় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪৩ অভিযুক্ত

সোনিপত, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার সকালে হরিয়ানার সোনিপত পুলিশ বিশেষ অভিযান 'অপারেশন আক্রমণ' এর মাধ্যমে ৬ ঘণ্টায় গ্রেফতার করে ৪৩ জন অভিযুক্তকে। ৪ জনের কাছ থেকে ডোগা বন্দুক, তিনটি পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। মাদক মামলায় ধৃত ২ জনের কাছ থেকে উদ্ধার ৬০ বোতল কোরেক্স ও ৪৩২টি নেশার ক্যাপসুল। এই অভিযান আগামী দিনেও হবে বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

ছ''টি পদক জিতে ভারত ২০২৫ সালের বিশ্ব বক্সিং কাপ অভিযান শেষ করেছে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার ব্রাজিলের ফোজ দো ইগুয়াকুতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্সিং কাপে ভারতীয় বক্সিং দল তাদের অভিযান শেষ করেছে ছ''টি পদক জিতে, যার মধ্যে হিতেশের স্বর্ণপদক রয়েছে। এটি ওয়ার্ল্ড বক্সিং দ্বারা আয়োজিত অভিজাত স্তরের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, যেখানে ভারতের প্রথম অংশগ্রহণ। হিতেশ প্রথম বক্সার হিসেবে বিশ্ব বক্সিং কাপে স্বর্ণপদক জিতেছেন। শনিবার ৭০ কেজি ফাইনালে তার প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের ওডেল কামারা আহত হয়ে রিংয়ে নামতে পারেননি। ৬৫ কেজি বিভাগে ফাইনালে পৌঁছানো আরেক ভারতীয় বক্সার অভিনাশ জামওয়াল স্থানীয় প্রিয় ইউরি রেইসের বিরুদ্ধে হেরে গিয়ে রৌপ্য পদক জিতেছেন।

আই লিগ: শেষ ম্যাচে জয়ী ইন্টার কাশী, ড্র চার্চিলের, চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হবে আপিল কমিটিতে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার আই লিগের শেষ ম্যাচে জয় পেল ইন্টার কাশী। আর রিয়াল কাশ্মীরের সঙ্গে ড্র করল চার্চিল ব্রাদার্স। ড্র করেও চার্চিল ব্রাদার্স এখনও লিগ টেবিলে শীর্ষেই রয়েছে।

কিন্তু এখনই কোনও দলকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হচ্ছে না।

কারণ ইন্টার কাশীর তিন পয়েন্টের আবেদন আপিল কমিটিতে আটকে আছে।

রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ৩-১ গোলে জিতেছে ইন্টার কাশী। ৯০ মিনিট পর্যন্ত ফল ছিল ১-১। অতিরিক্ত সময়ে দু'গোল করে ম্যাচ জিতে যায় হাবাসের দল। অন্যদিকে কাশ্মীরে রিয়াল কাশ্মীর ও চার্চিল ব্রাদার্সের ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে শেষ হয়েছে। ২২ ম্যাচে গোয়ার দলের পয়েন্ট ৪০। সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ইন্টার কাশীর পয়েন্ট ৩৯।

আই লিগের পক্ষ থেকে ফেসবুকে জানানো হয়েছে, এখন পর্যন্ত লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে চার্চিল।

"চাকরি ফিরিয়ে দিন, নয়তো সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি" বাঁকুড়ায় আর্তি চাকরিহারা শিক্ষকদের

বাঁকুড়া, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : অস্তিত্ব রক্ষার দাবিতে পথে নামলেন আদালতের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও তাঁদের পরিবার। রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, অযোগ্যদের বাদ দিয়ে যোগ্যদের ফের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে, না হলে তাদের সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিতে হবে। শনিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার নতুনচটি কৃষি বাজার এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা।

বাঁকুড়া জেলায় চাকরি হারিয়েছেন হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা। ক্ষোভে ফেটে পড়ে চাকরিহারাদের পরিবার। তাঁদের বক্তব্য দোষ কাদের, সেটা বিচার করার সময় বা মানসিক অবস্থা আর নেই। সমাজে অপমান, হেনস্থা, আর্থিক অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে।

অনিতা দত্ত, পারমিতা চন্দ, তুষার গরাই ও প্রতিমা কুন্ডু-সহ অনেকে জানান, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ছেলে-মেয়েরা চোর অপবাদে মাথা তুলে থাকতে পারছেন না। তাঁরা চান, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দোষী ও নির্দোষদের বাছাই করে যোগ্যদের সম্মান সহকারে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। না হলে তাঁদের সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক।

বাঁকুড়ায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন রামনবমীর শোভাযাত্রা

বাঁকুড়া, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল বাঁকুড়ার রামনবমীর শোভাযাত্রা।

প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের উদ্যোগে 'শ্রীরাম নবমী মহোৎসব সমিতি'র ব্যানারে শহরে আয়োজিত হয় এই শোভাযাত্রা। বাঁকুড়ার নতুনচটি পাঁচবাগা মোড় থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে শোভাযাত্রা পৌঁছায় লালবাজার মোড়ে, সেখানে তা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

উল্লেখ্য, তিন বছর আগে শোভাযাত্রার রুট পরিবর্তন ঘিরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেই অভিজ্ঞতার পর থেকেই আদালতের রায়ের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসনের নির্ধারিত পথেই ঘুরপথে শোভাযাত্রা করা হচ্ছে। এবছরও উদ্যোক্তারা সোজা পথে যাওয়ার আবেদন জানালেও প্রশাসন তাতে সম্মতি দেয়নি। অবশেষে আদালতের নির্দেশ মেনেই নির্ধারিত পথ ধরে শোভাযাত্রা সম্পন্ন হয়।

রবিবার সকালে প্রখর রোদের মধ্যেও হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা হয়ে ওঠে বর্ণাঢ্য। যুবকদের পাশাপাশি মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রার আকর্ষণ ছিল ভারত মাতার সুসজ্জিত মৃন্ময়ী প্রতিমা, অখণ্ড ভারতের মানচিত্র-সহ ট্যাবলো, সমবেত নৃত্য ও লাঠিখেলা। এই মহোৎসবে অংশ নেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার ও বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রী শেখর দানা। শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় শ্রীরাম নবমী মহোৎসব সমিতির সম্পাদক রাম অবতার ফোকলা সমস্ত অংশগ্রহণকারী, পুলিশ প্রশাসন ও জনগণকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আকাশে ওড়ার শখ, মানববহনকারী ড্রোন তৈরিতে নজির গড়লেন দুর্গাপুরের ছোটন

দুর্গাপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : আকাশে উড়তে সক্ষম মানববহনকারী ড্রোন তৈরি করে নজির গড়লেন দুর্গাপুরের ধুবচুড়িয়া গ্রামের ছোটন ঘোষ। চারটি হাইস্পিড পাখার ব্লেড, সাইকেলের হ্যান্ডেল দিয়ে স্টিয়ারিং এবং ২৪ ভোল্ট ব্যাটারির সাহায্যে প্রায় ৮ ফুট উপরে উড়তে সক্ষম এই ড্রোন।

পেশায় ফুলের সাজসজ্জার কাজ করেন ছোটন। মাধ্যমিক পাশের পর বাবার গ্যারাজে কাজ করতে গিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করেন।

এর আগেও তিনি ১০ সিটের সৌরবিদ্যুৎ চালিত বাইক তৈরি করে নজর কাড়েন। মাত্র ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি সেই বাইক সোলার প্যানেল ও ব্যাটারিচালিত। প্যাডেল ছাড়াই সূর্যালোকে চলতে সক্ষম সেই যান এখনও কাজে লাগে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতে।

এরপর বিজ্ঞানীদের সম্মান জানাতে তৈরি করেন কৃত্রিম চন্দ্রযান। প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে বানানো সেই সাড়ে ছ''ফুটের সিলিন্ডারে ছিল আরডুইনো বোর্ড, ৯ ভোল্টের ব্যাটারি এবং মোবাইল নিয়ন্ত্রিত অপারেটিং সিস্টেম। প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত উড়েছিল সেই যন্ত্র। ছোটনের নতুন সংযোজন মানববহনকারী ড্রোন। দামোদর নদীর চর অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে ওড়ানো হয় এটি।

ড্রোনটির কাঠামো মজবুত লোহার পাত দিয়ে তৈরি। রয়েছে সাড়ে তিন হাজার আরপিএম ক্ষমতাসম্পন্ন মোটর, যা চারটি পাখার ব্লেড ঘোরায়। একটানা চার্জে এটি প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। চালকের জন্য বসার সিটও রয়েছে। সাইকেলের হ্যান্ডেল দিয়ে স্টিয়ারিং, সঙ্গে এক্সেলেটারসবই ছোটনের উদ্ভাবন। ছোটন ঘোষ বলেন, "আকাশে ওড়ার শখ ছোটবেলা থেকেই। যানজটে নাজেহাল হতে হয়, আকাশপথে চললে সময় বাঁচে। তাই প্রাথমিকভাবে এই ড্রোন তৈরি করেছি। এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে, আরও উন্নত করে লোকালয়েও ওড়ানো হবে।"

মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংহের অ্যাকাউন্টে প্রতারণার চেষ্টা

শিমলা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংহের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারণা করে লক্ষাধিক টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টা রুখে দিল ব্যাংক কর্তা। সাইবার প্রতারণার চেষ্টার এই ঘটনায় পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

শনিবার ব্যাংকের বিধানসভা শাখার ম্যানেজার প্রিয়া ছাবড়ার কাছে একটি ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে মন্ত্রীর দফতরের একজন আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংহের অ্যাকাউন্ট থেকে ৭,৮৫,৫২১ টাকা আরটিজিএস পদ্ধতিতে ট্রান্সফার করার অনুরোধ করে।তবে ব্যাংক ম্যানেজার ফোনটির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়, এরকম কোনও ফোন বা নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রতারণার বড়সড় চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্তকে শনাক্তকরণ এর চেষ্টা চলছে।

বিহারে ১০৮ লিটার নেপালি মদ উদ্ধার

আরারিয়া, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিহারের ফুলকাহা থানার পুলিশ রবিবার ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করল ১০৮ লিটার নেপালি মদ ও একটি বাইক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সীমান্তে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই সময় এক ব্যক্তি বাইকে মদ বোঝাই করে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করছিল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সে বাইক ও মদ ফেলে সীমান্ত পেরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে ও সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ভাগলপুরে পশুপাখিদের খাবারের ব্যবস্থা কনস্টেবলের

ভাগলপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিহারের ভাগলপুরের কয়েকজন যুবক এগিয়ে এলেন পশুপাখিদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। 'হেলমেট ম্যান' নামে পরিচিত কনস্টেবল ধনঞ্জয় পাসওয়ান ও তাঁর দুই বন্ধু শ্রেয়াংশ ও শাহিদ এক মানবিক প্রয়াসে এগিয়ে এসেছেন। পশুপাখিদের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে তাঁরা এখন সমাজে মানবতার বার্তা দিচ্ছেন। তাঁদের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বহু মানুষ।

৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে রবিবার স্বচ্ছ ভারত অভিযান আয়োজিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শরীরচর্চা সেরা রচনা

শরীরচর্চা হল যেকোন শারীরিক কার্যক্রম বা শারীরিক ব্যায়াম যা আমাদের দেহের সুস্থতা রক্ষা এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে শরীরচর্চার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে বার বার প্রমাণিত হয়ে এসেছে। হাজার হাজার বছর পূর্ব সময় থেকেই মানবসভ্যতার মধ্যে শরীরচর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা আজও বর্তমান। আজ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শরীরচর্চা কী?

শরীরচর্চা বলতে আমরা সাধারণত যেকোনো শারীরিক সক্রিয়তাকে বুঝি যা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তথা আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপযুক্ততা বৃদ্ধি করে। আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর কার্যকর অবদান রয়েছে; যেমন- পেশির শক্তি বৃদ্ধি করা, শারীরিক বলিষ্ঠতা এবং সহনশীলতাকে তীক্ষ্ণ করে তোলা, দৈহিক ওজনের সঠিক পরিমাপ বজায় রাখা তথা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মনে আনন্দ প্রদান করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে শরীরচর্চা আমাদের শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমশ গতিশীল করে তোলে, যার ফলে দেহের সকল প্রকার জড়তা থেকে আমরা শরীরকে মুক্ত এবং সুস্থ সবল রাখতে পারি।

শরীরচর্চার প্রকারভেদ- শরীরচর্চা বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ খুব সাধারণ ভাবে শরীরচর্চা করে থাকেন, যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, লাপ-ঝাঁপ দেয়া, সাঁতার কাটা, দৌড় খেলা, ব্যায়াম করা এবং যোগ ব্যায়াম করা। আবার অনেকে ফুটবল, লন টেনিস, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং কাবাডি প্রমুখ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে উন্নতমানের শরীরচর্চা করে থাকেন।

শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়- শরীরচর্চা এবং ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় রয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক শরীরচর্চা পদ্ধতি আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উপযোগী। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে, সকাল এবং বিকাল হল শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া স্নান করার সময় কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়া উপযুক্ত। ঘুম থেকে ওঠার পর যোগ ব্যায়াম করার উপযুক্ত সময়। ঘুম থেকে উঠে সকালে হাঁটা, এবং বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়কালে হাঁটা বা খেলাধুলা করা স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী।

শারীরিক সুস্থতায় শরীরচর্চার প্রভাব- শারীরিক সুস্থতার প্রধান উপায় হলো ব্যায়াম এর মাধ্যমে শরীরচর্চা। ব্যায়াম ছাড়া কোনো মানুষ শারীরিকভাবে সর্বদা সুস্থ থাকতে পারেন না। ব্যায়াম তথা খেলাধুলা শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় যে তা না, আমাদের মনেরও উন্নতি সাধন করে; কারণ, মন ছাড়া দেহ একা কখনো চলতে পারে না।

দেহ হল মনের আধার, তাই শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি হওয়ার মধ্য দিয়ে মনের উন্নতিও হয়। আমদের মন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা সবকিছু পরিচালিত হয়, আর মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মস্তিষ্ক। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকলে আমাদের দেহ অচল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে কাজের সমন্বয় সাধন ঘটে। আর ব্যায়াম এসকল অঙ্গের সুষম উন্নতি সাধন করে।

রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চার প্রভাব- সুস্থ থাকতে হলে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার নয় বরং নিয়মিত শরীরচর্চারও প্রয়োজন। শরীরচর্চা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নানা রকম শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। নিয়মিত শরীরচর্চা উচ্চ রক্তচাপ, সংবহন তন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির মতো নানাবিধ জটিল রোগব্যাধি প্রতিরোধ করে।

প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটলে বা দৌড়ালে কিংবা অন্য পদ্ধতিতে শরীরচর্চা করলে রক্তচাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা কম হয়, কোলেসট্রল নিয়ন্ত্রণে থাকে; যার ফলে আমাদের রক্তনালিতে কোনোভাবেই চর্বির পুরু আস্তরন জমতে পারে না, এভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে শরীরচর্চা হাড়ের ক্ষয়ও রোধ করে এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকেও আমাদের দূরে রাখে।

শরীরচর্চার প্রভাবে মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলো আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এমনকি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি রাসায়নিকগুলো চেহারায় লাবণ্যও বৃদ্ধি করে। নিত্য ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা করার ফলে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে ভালো পরিমাণে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ হয় এবং এভাবেই হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালিও সচলভাবে কাজ করে, যা আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজে-কর্ম ও লেখাপড়ায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি করে বিভিন্ন কারণে শরীরচর্চা জরুরী, যেমন- মাংসপেশী ও সংবহন তন্ত্র সবল করা, শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রীড়া-নৈপুন্য বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি। অন্যদিকে যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারি। ব্যায়ামের অভ্যাস যেমন অনিদ্রার সমস্যা দূর করে, তেমনি অতি নিদ্রাও হ্রাস পায়। সুতরাং নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ঘুমের সকল রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শরীরচর্চার উপায়- শরীরচর্চার করার ক্ষেত্রে মানব মনের সচেতন প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা সমানভাবে থাকা জরুরি। শৈশবকাল থেকেই আমাদের সকলকে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা এবং নানান রকম ব্যায়ামের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয় এবং এভাবেই সকলের স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলা উচিত, কারণ শরীরচর্চার অন্যতম উপায় হল যোগব্যায়াম।

প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় সাধকরা এই যগে-ব্যায়াম উদ্ভাবন করেছিলেন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা গতিশীল রাখা এবং শরীরকে সুস্থ ভাবে কর্মোপযগোী করে তলো ছিল এই উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া আজকাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যোগব্যায়ামের সাফল্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যগেব্যায়াম সহ নানা রকম খেলাধুলাও শরীরচর্চার করার পক্ষে বিশেষ হিতকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যে, অনিয়মিত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিমিত তথা পর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণই হল শরীরকে সুস্থ রাখার সঠিক উপায়।

শরীরচর্চা উপভোগ করা কেন জরুরী - আজকাল জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে গেছে। নতুন নতুন জিমে যোগদান করা মানুষের কাছে মেশিনের মাধ্যমে শরীরচর্চা করাটা শুধুই মেদ ঝরানোর একটি উপায়মাত্র। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরচর্চা শুধুমাত্র মেদ ঝরায় যে তা না, বরং আমাদের মনকেও সুস্থ রাখে, তবে যদি আমরা এই শরীরচর্চা উপভোগ করি তবেই এর সঠিক ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জিমকে মেদ ঝরানোর কারখানা বলে মনে করেন, সেহেতু তারা শরীরচর্চাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না, আর কোনোও কাজ যখন উপভোগ করার চেয়ে প্রয়োজন মনে করে করা হবে, তখন সেই কাজের পূর্ণ সুবিধা পাওয়াও যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই জোর করে জিমে না গিয়ে বরং হাঁটুন, সাইক্লিং করুন কিংবা দৌড়ান। শরীরচর্চা উপভোগ করতে পারলেই এর দ্রুত উপকারও পাওয়াও সম্ভব হবে।

শরীরচর্চায় বৈচিত্র্য - একই খাবার প্রতিদিন খেতে কি আপনার ভালো লাগে? নিশ্চয়ই লাগে না। ঠিক তেমনই প্রতিদিন একই ধরনের শরীরচর্চা করতেও ভালো লাগার কথা না। কোনো দিন যদি জিমে বেশি ঘাম ঝরিয়ে থাকেন তবে পরের দিন এমন কোনোও শরীরচর্চা করুন, যার ফলে আপনার শরীরের ওপর তেমন চাপ না পড়ে। ঘুরে ফিরে সকল রকম শরীরচর্চা করতে পারলে শরীরও যেমন ভালো থাকবে, তেমনভাবেই শরীরচর্চার ওপরেও কোনো বিরক্তি ভাব আসবে না।

উপসংহার-আমরা সকলেই জানি যে স্বাস্থ্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করা জরুরি, কারণ শরীর যদি ঠিক না থাকে তবে মনও ঠিক থাকবে না এবং মন দিয়ে কোনও কাজ করা যাবে না। তাই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা শারীরিক ব্যায়াম বা শরীরচর্চাকে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি বলে দাবি করেন। এজন্য বলা হয় যে শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষার্থে শরীরচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ডাবের জলের ছয় উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে।

হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে।

ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা। এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

বাড়ির স্বল্প জায়গার মধ্যে করুন কালোজিরে চাষ

রান্নার অন্যতম উপাদান মশলা। এখন মশলা চাষ করে শীতকালে ভাল আয় করার সুযোগ রয়েছে। বাঙালির হেঁশেলে মশলার অন্যতম উপাদান কালোজিরে। এর নিজস্ব গন্ধ খাবারের স্বাদ আনতে পারে। সুবাস মন ভারায়। শুধু খাবারের মশলা হিসেবে নয়, কালোজিরের গন্ধে পোকামাকড় দূরে থাকে। জামাকাপড় সংরক্ষণে তাই অনেকে একটি ব্যবহার করেন। আবার সর্দিজ্জ্বর সারাতেও কালোজিরে কাজে দেয়। মৌমাছি, বোলতা, বিছে কামড় দিলে ক্ষতস্থানে কালোজিরে বেঁটে লাগালে উপশম দেয়। কালোজিরে চাষ করে বাল আয়েরও সুযোগ রয়েছে। মূলত শীতকালীন ফসল এটি। অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত কালোজিরের বীজ বোনোর উপযুক্ত সময়। ভাল করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটির সমান করে নিতে হবে। আল দিয়ে ১.৫ মিটার বাই ৫ মিটার মাপের প্লট করে নিতে হবে। দুইটি প্লটের মাঝে ৩০ থেকে ০ সেমি ৪০ সেমি নালা রাখতে হবে সে বা নিকাশির জন্য। প্রতি একরে ৩ কেজি বীজরে প্রয়োজন। বীজ বোনার আগের দিন জলে ভিজিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তাতে অঙ্কুরদোগম তাড়াতাড়ি হয়। বীজ বোনার আগে কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হিসেবে এগ্রোসান জি-এন বা সেরেসান দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। উন্নত জাত হিসেবে এনএস-৪৪, এনএস-৩২ প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে। জমি তৈরির সময় প্রতি একরে ৬-৮ টন গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া জমি তৈরির সময় ১০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কোজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে দিতে হবে। এই সময় গাছ ৫ সেমি লম্বা হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-৮ সেমি রেখে বাকি চারা তুলে দিতে হবে। ৫০-৬০ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করতে হবে। বীজ বোনার ৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা সেচ দিতে হয়। প্রথম নিড়ানির পর দ্বিতীয় সেচ ও গাছে ফুল আসার মুখে অর্থাৎ ৮০-৮৫ দিনের মাথায় সেচ দিতে হবে। কাটুই পোকা গাছের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। চাষের সময় মাটিতে সার প্রয়োগ করলে উপকার মেলে। ফল ছিদ্রকারী পোকা ফল আসার সময় ক্ষতি করে। পোকার লার্ভা বা শুককীট গাছের ক্ষতি করে। বাড়ন্ত ফলের গা ফুটো করে দেয়। ফলের নরম অংশ খেয়ে ফেলে। পোকা দেখা দিলে গাছে প্রতি লিটারে ৩-৪ গ্রাম হিসেবে অথবা নুভাক্রন প্রতি লিটারে ১.৫ মিলি হিসেবে ৭-১০ দিন অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে। গাছের যেকোনও অবস্থায় ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ লাগা গাছ আচমকা শুকিয়ে মারা যায়। রোগ দমনে বীজ বোনার আগে ক্যাপটান বাা ব্যাভিসটিন প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দুই গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ধসা রোগের আক্রমণে গাছের পাতায় গাঢ় রঙের দাঘ দেখা দেয়। শেষে গাছের পাতা ও কান্ড শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। মেঘলা ও ভেজা আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বেশি। আক্রান্ত গাছে ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটারে দুই গ্রাম হিসেবে স্প্রে করতে হবে। ১০-১২ দিনের মাথায় আবার স্প্রে করতে হবে। গাছ ও ফলের রঙ হলদে হতে শুরু করলে গোড়া-সহ গাছ তুলে নিতে হবে। গাছের ফলগুলি ভিতর দিকে রেখে গাদা করে ৭ থেকে ১০ দিন জাঁক দিতে হবে। পরে গাছ ছড়িয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো গাছ পিটিয়ে বা মাড়াই করে কালোজিরে সংগ্রহ করে নিতে হবে। প্রতি একরে ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি বীজ পাওয়া সম্ভব। তার জন্য উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। সতর্কতা নিতে হবে ও সঠিক নজরদারি রাখতে হবে।

আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে। এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে। রক্ত জমাটে বাধা দেয়

এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায় আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভার দূর করে পুষ্টির বড় একটি উৎস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লিভার ও অন্ত্র ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

লাল মুক্তঝুরি ফুলের চাষ

লাল মুক্তঝুরি ভারত উপমহাদেশীয় উদ্ভিদ। অন্য নাম মুক্তবর্ষী। তবে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এ ফুলকে অনেকে মালা ফুল নামে চিনেন, এর কারণ ফুটন্ত ফুল দেখতে মালার মতো দেখায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অপধষুঢ়যধ নামে পরিচিত। হিন্দিতে একে কুপ্পী বলে অভিহিত করা হয়। ভারত উপমহাদেশের সমতল ভূমিতে লাল মুক্তঝুরি গাছের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের দেশেও রয়েছে এ ফুলের ব্যাপক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগান, খোলা মাঠ, রাস্তার ধার, পতিত জমি, বন-জঙ্গলের ধার, পাহাড়ি এলাকা এবং বাড়ির আশপাশে এর দেখা মেলে। এ ফুলের ক্ষেত্রে বেশি পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এর রোগবালাই আক্রমণ কম হয়। প্রায় সব ধরনের মাটি ও রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে হাল্কা ছায়াযুক্ত স্থান এবং ভেজা থেকে স্যাঁতসেঁতে স্থানেও এ ফুল গাছ জন্মে। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখা

ছড়ানো। এর কান্ড ও শাখা-প্রশাখা খুব বেশি শক্তমানের নয়। এর ডিম্বাকৃতির পাতা লম্বায় ৩ থেকে ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, রং সবুজ, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পত্র কক্ষ থেকে লম্বা মঞ্জুরিতে ফুল ধরে এবং ফুল নিচ দিকে ঝুলে থাকে। এর মঞ্জুরি লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। রং টকটকে লাল। ফুল ফোটার মরশুম প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তবে প্রায় সারা বছরই ফুল ফুটে। ফুল গন্ধহীন। ফুল ফুটন্ত মুক্তঝুরি গাছের সৌন্দর্য মনোরম। ফুল শেষে গাছে বীজ হয়। বীজ আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। মুক্তঝুরির রয়েছে ভেষজ নানা রকম গুণাগুণ। এর পাতা, শিকড়, মূল ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর গাছে যখন ফুল ফোটে তখন ওষুধের কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়। ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, নিউমনিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম,ত্বকের ফোঁড়া সারাতে এবং বাত ব্যথায় বেশ উপকারী।

রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক দলীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

জিএসটি সংগ্রহ বৃদ্ধিতে জাতীয় হারকে টেক্কা বঙ্গের, খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): জিএসটি সংগ্রহ বৃদ্ধির নিরিখে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পশ্চিমবঙ্গ। এক্ষেত্রে জাতীয় হারকে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে রাজ্য।

রবিবার সমাজমাধ্যম এক্স-এ এই সাফল্যের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে রাজ্যের জিএসটি সংগ্রহ ৪ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা বেড়েছে। বৃদ্ধির হার ১১.৪৩ শতাংশ।

যা জাতীয় হারের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে জাতীয় স্তরে জিএসটি সংগ্রহ বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ৯.৪৪ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যান থেকে 'রাজ্যের অভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থার ক্রমশ আরও মজবুত হওয়ার চিত্র ফুটে উঠছে' বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুধু জিএসটি সংগ্রহ নয়, আবাসন ক্ষেত্রেও মিলেছে সাফল্য। জমির রেজিস্ট্রেশনে থেকে স্ট্যাম্প ডিউটি গত আর্থিক বছরে উভয়ই বেড়েছে লক্ষ্যনীয়ভাবে।

এদিন সেই পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন মমতা।

সাফল্যের এই দুই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই সমস্ত কিছুই প্রমাণ করে যে আমরা স্বনির্ভরতা এবং আর্থিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করি।'

গাইঘাটায় চললো গুলি, আহত এক

গাইঘাটা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): গাইঘাটার কৃষ্ণনগর এলাকায় রামনবমীর সকালে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি। জানা গেছে, আহতের নাম আশুতোষ বিশ্বাস।

জানা যাচ্ছে, রবিবার সকালে আশুতোষ স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এদিন বড়া বকুলতলা এলাকায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কর্মরত অবস্থায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ গেল এক সেনা আধিকারিকের

জম্মু, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মুর কিশতওয়াড় জেলায় রবিবার সকালে অগ্নিকাণ্ডে এক সেনা আধিকারিকের মৃত্যু হয়। তিনি তখন কর্মরত অবস্থায় ছিলেন।

নিহতের নাম বিজয় কুমার (২৭), রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার বাসিন্দা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রামনবমীতে বীরভূমে সম্প্রীতির চিত্র

বীরভূম, ৬ এপ্রিল (হি.স.): বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুইয়ে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সম্প্রীতির ছবি। রামনবমীর মিছিলে রাম ভক্তদের হাতে লাড্ডু এবং জলের বোতল তুলে দিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন।

এদিকে রামনবমীর অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য কাজল শেখের হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দেওয়া হলো ত্রিশূল ও জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা। উপহার পেয়ে আপ্লুত কাজল শেখ।

রাজনীতির জন্যই ওয়াকফের সমালোচনা, মন্তব্য জর্জ কুরিয়ানের

শ্রীনগর, ৬ এপ্রিল (হি.স.): শুধুমাত্র রাজনীতির জন্যই ওয়াকফ আইনের সমালোচনা করা হচ্ছে, এমনটাই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান। রবিবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুরিয়ান বলেছেন, ২০১৭-২০২০ সাল পর্যন্ত, আমি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনে অনেক মামলা পেতাম, যার বেশিরভাগই ছিল দরিদ্র মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কিত। কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলি কেবল রাজনৈতিক কারণে এই বিলের বিরোধিতা করছে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর স্বাক্ষরে আইনে পরিণত হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। সংসদের দুই কক্ষে পাস হওয়ার পর নিয়মমাফিক রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় বিলটি। আইনে পরিণত হওয়ার পর দেশজুড়ে কার্য্যকর নতুন ওয়াকফ আইন।

বিজেপির মতো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না তৃণমূল : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির মতো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার রামনবমীর দিক হুগলিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা বিজেপির মতো ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করি না। আমরা হনুমানজি, রামজির মতো সকল দেবতাদের পূজা করি।'

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'তারা "আসল" হিন্দুদের ভোট পায়নি, তারা "ভুয়ো" হিন্দুদের ভোট পায়। ভগবান রাম হিংসা পছন্দ করেন না, কিন্তু তারা (বিজেপি) এতে জড়িত, এবং তাই তারা অযোধ্যায় হেরে গেছে।'

রামনবমীর মিছিলে সম্প্রীতির ছবি মালদায়

মালদা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভূতপূর্ব ছবি উঠে এল মালদায়। রামনবমী উদযাপন সমিতির তরফে বের হওয়া শোভাযাত্রায় পুষ্পবৃষ্টি করলেন মুসলমানরা। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মিষ্টিমুখও করালেন স্থানীয় মুসলমানরা। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয় জলের বোতল। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরাও আলিঙ্গন করেন তাঁদের।

ভগবান রাম হলেন আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি : বাবা রামদেব

হরিদ্বার, ৬ এপ্রিল (হি.স.): সমস্ত দেশবাসীকে রামনবমী হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন যোগগুরু বাবা রামদেব। যোগগুরু বলেছেন, 'ভগবান রাম হলেন আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি।' সমস্ত দেশবাসীকে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি, রামনবমী উপলক্ষ্যেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রামদেব।

যোগগুরু রামদেব বলেন, 'আজ রাম নবমী। ভগবান রাম হলেন আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি। তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের সারাংশ। তিনি আমাদের দেহের আত্মা... রাম নবমী এবং চৈত্র নবরাত্রির নবমী উপলক্ষ্যে সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।'

সোনাচূড়ায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস শুভেন্দুর

নন্দীগ্রাম, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমীতে নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন গেরুয়া পতাকায় মুড়ে ফেলা হয় গোটা এলাকা। শিলান্যাসের পাশাপাশি পুজোপাঠ, যজ্ঞ, সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। সোনাচূড়া বাজার থেকে মিছিল করে এসে রাম মন্দিরের শিলান্যাস করেন তিনি। এরপরে নন্দীগ্রামের আরও একটি মন্দিরে যান শুভেন্দু অধিকারী।

উত্তরাখণ্ডের রাজ্য দফতরে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

দেরাদুন, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের রবিবার দেরাদুনে অবস্থিত বিজেপি রাজ্য দফতরে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, রাজ্য সভাপতি মহেন্দ্র ভট্ট সহ বিজেপির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও কর্মী-সমর্থকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামি বলেন, দলের প্রত্যেকটি কর্মী রাজ্যের ঐক্য, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বদা দৃঢ়ভাবে পাশে আছেন। তিনি আরও বলেন, বিজেপি আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সভাপতি মহেন্দ্র ভট্ট আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করার আহ্বান জানান।

দুই দেশ সফরে রওনা রাষ্ট্রপতি, যাবেন পর্তুগাল ও স্লোভাকিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার দুই দেশ সফরে রওনা হয়েছেন। রবিবার বিকেলে নতুন দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে পর্তুগাল ও স্লোভাকিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রপতি। পর্তুগাল সফরের সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর প্রতিপক্ষ মার্সেলো রেবেলো ডি সুসার সঙ্গে সাক্ষাত এবং প্রতিনিধি পর্য্যায়ের আলোচনা করবেন। তিনি পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী লুইস মন্টিনিগ্রো এবং জাতীয় পরিষদের সভাপতি জোসে পেদ্রো আগুয়ার-ব্র্যাঙ্কোর সঙ্গেও দেখা করবেন।

পর্তুগাল সফরের পর, রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৯ থেকে ১০ এপ্রিল স্লোভাকিয়া সফরে যাবেন। এই সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি পিটার পেলেগ্রিনি এবং প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তিনি স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পরিষদের স্পিকার রিচার্ড রাসির সঙ্গেও দেখা করবেন। বিগত ২৯ বছরের মধ্যে এটি হতে চলছে ভারতের রাষ্ট্রপতির স্লোভাকিয়া সফর।

মাদ্রাসায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে মৃত এক , আহত একাধিক

শ্রীনগর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রাল এলাকায় একটি মাদ্রাসায় শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই ঘটনায় এক ১২ বছর বয়সী ছাত্র আগুনে পুড়ে মারা যায় এবং একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে ত্রাল শহরের দারুল উলূম শাহ-এ-হামদান মাদ্রাসায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ছাত্ররা। মৃত ছাত্রের নাম ইয়াসির আহমেদ (১২)। সে করমুলা ত্রাল এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় দমকল বাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে মাদ্রাসাটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

রবিবার বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় এক স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন করা হয়।

রামনবমীর শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যপাল বোস, রাজ্যবাসীকে শান্তি বজায় আহ্বান

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমী উদযাপনে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে তৎপর রাজভবনও। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রামনবমী উপলক্ষ্যে সেখানে ২৪ ঘন্টার একটি পিস রুম খোলা হয়েছে।

রাজ্যবাসীকে রামনবমী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস।

রবিবার রাজ্যপাল বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত ভগবান রাম, সরকার কর্তৃক পাস হওয়া যে কোনও বিলের প্রতি যত্নবান হবেন, যা মানুষের উপকার করে এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে।'

পশ্চিমবঙ্গে রাম নবমী উদযাপন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'রাজভবন এই রাম নবমী শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত আইন প্রয়োগকারী বিভাগের সঙ্গে নিরন্তর সমন্বয় করে চলেছে।

এখনও পর্যন্ত বাংলায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। রাজ্যে শান্তিপূর্ণ রাম নবমী নিশ্চিত করার জন্য আমি জনগণ, সমস্ত রাজনৈতিক দল, সরকার এবং অন্যান্য সকল অংশীদারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

বিকশিত ভারতের যাত্রায় তামিলনাড়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে : প্রধানমন্ত্রী

রামেশ্বরম, ৬ এপ্রিল (হি.স.): উন্নত ও বিকশিত ভারতের যাত্রায় তামিলনাড়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমার বিশ্বাস তামিলনাড়ুর সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের উন্নতি হবে। গত দশকে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের আগের সময়ের তুলনায় তামিলনাড়ুতে তিনগুণ বেশি তহবিল বরাদ্দ করেছে। ইন্ডি জোট ক্ষমতায় থাকাকালীনই মোদী সরকার তামিলনাড়ুতে তিনগুণ তহবিল সরবরাহ করেছে। এই সহায়তা রাজ্যের অর্থনীতি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'হাজার হাজার বছরের পুরনো একটি শহর একবিংশ শতাব্দীর প্রকৌশল বিস্ময়ের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। আমি আমাদের প্রকৌশলী এবং কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই সেতুটি ভারতের প্রথম উল্লম্ব লিফট রেলওয়ে সমুদ্র সেতু। এর নিচ দিয়ে বড় জাহাজ চলাচল করতে পারবে। ট্রেনগুলিও দ্রুত ভ্রমণ করতে পারবে। আমি কিছুক্ষণ আগে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা এবং একটি জাহাজের উদ্বোধন করেছি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নতুন ট্রেন পরিষেবা রামেশ্বরম থেকে চেন্নাই এবং দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ উন্নত করবে। এর ফলে তামিলনাড়ুর বাণিজ্য এবং পর্যটন উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হবে। যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান এবং সুযোগ তৈরি হবে।'

ধর্মদাসপুরে পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাইকে হত্যার অভিযোগ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

সুলতানপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরের অন্তর্গত ধর্মদাসপুর গ্রামে রবিবার সকালে পারিবারিক বিবাদের জেরে এক যুবক নিজের মামাতো ভাইকে কুঠার দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত রজনু সকালে কুঠার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাগানে বসে থাকা মামাতো ভাই গুলফামের সঙ্গে কথাকাটাকাটির সময় রজনু উত্তেজিত হয়ে তাঁর মুখে একাধিকবার কুঠার দিয়ে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই গুলফাম প্রাণ হারান।

পুলিশ জানিয়েছে, রজনুর বিরুদ্ধে আগেও একাধিক মামলা ছিল এবং সে এক বছর আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বিজেপি আদর্শিকভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপি আদর্শগতভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার দলের সদর কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে নাড্ডা বলেছেন, 'আমরা আদর্শগতভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং আমরা কখনও আপস করি না এবং তাই, আমরা একটি আদর্শ-ভিত্তিক দল।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'আমরা একটি গণ-ভিত্তিক দলও।'

জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'আমরা ভোটের জন্য এখানে-ওখানে নড়বড় করিনি, ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আদর্শের সঙ্গে আপস করিনি। বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা নিজস্ব আদর্শিক প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় রেখেছে এবং নিজস্ব শক্তিতে এগিয়ে চলেছে।'

নাড্ডা বলেছেন, 'আমরা সর্বদাই কোনও ব্যক্তি অথবা বিশেষ স্বার্থের পক্ষে কাজ না করেই দেশকে সবকিছুর উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছি। সুপ্রিম কোর্ট মুসলিম মহিলাদের মুক্তির আহ্বান জানানো সত্ত্বেও, কেউই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস পায়নি। মজার বিষয় হল, বেশিরভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইতিমধ্যেই তিন তালাক প্রথা বাতিল করে দিয়েছে, তবুও ভারতে এটি টিকে ছিল। শেষ পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, বিজেপি তিন তালাক প্রথা বাতিল করে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেয়, যার ফলে মুসলিম মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও মুক্তি লাভ হয়।'

সৌররশ্মি এসে 'তিলক' আঁকল রামলালার কপালে, রামনবমীতে 'সূর্য্যতিলক'

অযোধ্যা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): সূর্য্য তখন মধ্যগগনে! রামনবমী উপলক্ষে মন্দির চত্বরে উপচে পড়া ভিড়। অযোধ্যার রামমন্দিরের গর্ভগৃহে তখন এক মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করছিলেন পুরোহিত-সহ মন্দির কর্তৃপক্ষের অন্য সদস্যেরা। অবশেষে সেই মুহূর্ত এল। সরাসরি নীল রঙের সূর্য্যরশ্মি এসে পড়ল 'রামলালা'র কপালে! রামবিগ্রহের 'সূর্য্যতিলকের' অনন্য ঘটনার সাক্ষী হল সারা দেশ।

রবিবার রামনবমী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করেছে অযোধ্যা রামমন্দির কর্তৃপক্ষ। 'সূর্য্যতিলকের' ব্যবস্থাও সেই জন্যই। দুপুর ১২টা নাগাদ মিনিট কয়েকের জন্য সূর্য্যের রশ্মি সরাসরি এসে পড়ে রামের বিগ্রহের কপালে। সূর্য্যের আলোর রশ্মি বিগ্রহের কপালে বিচ্ছুরিত হওয়ার ঘটনাকেই 'সূর্য্যতিলক' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

আকাশপথে রাম সেতুর দর্শন, রামনবমীতে বিশেষ সৌভাগ্য মোদীর

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে আসার পথে, আকাশপথে রাম সেতুর দর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাও আবার রামনবমী দিন। রামনবমীতে বিশেষ সৌভাগ্য হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। নিজের সেই মনের কথা টুইটারে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। রবিবার একটি ভিডিও আপলোড করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'কিছুক্ষণ আগে শ্রীলঙ্কা থেকে ফেরার পথে, রাম সেতুর দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। আর, একটি ঐশ্বরিক ঘটনা হল, অযোধ্যায় সূর্য্য তিলকের একই সময়ে এটি ঘটেছিল। উভয়ের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রভু শ্রী রাম আমাদের সকলের জন্য এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি। তাঁর আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের উপর থাকুক।'

জাহাজ এলেই উঠে যাবে রেলপথ, নতুন পাম্বান সেতুর শুভ উদ্বোধন

রামেশ্বরম, ৬ এপ্রিল (হি.স.): জাহাজ এলেই উঠে যাবে রেলপথ, ভারতের প্রথম 'উল্লম্ব লিফট' যুক্ত রেল-সেতুর শুভ উদ্বোধন হল রবিবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামনবমী উপলক্ষ্যে নতুন পাম্বান সেতুর শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও। ভারতের প্রথম উল্লম্ব লিফট রেলওয়ে সমুদ্র সেতু এটি।

শ্রীলঙ্কা সফর সেরে তামিলনাড়ু ফিরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন পাম্বান সেতুর উদ্বোধন করেছেন। এটিই ভারতের প্রথম ভার্টিকাল লিফ সি ব্রিজ। ব্রিজটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ৫৩৫কোটি টাকা। আগের সেতুটি জাহাজ চলাচলের সময় খুলে দিতে ২৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগতো। এই সেতুটি মাত্র ৫ মিনিটেই খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়াও এদিন ট্রেন ও জাহাজেরও যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী, যা পরিবহন এবং অগ্রগতির একটি নতুন যুগের সূচনা করে।

আদ্যাপীঠে দু হাজার কুমারী পুজো

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠ মন্দিরে শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুরের দিব্য কুমারী পূজা হয়েছে। রবিবার ২০০০ শিশু কন্যাকে আদ্যাপীঠ নাট মন্দিরে কুমারী রূপে পুজো করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। উল্লেখ্য, ১৩০৭ সালে চৈত্র মাসের রামনবমীতে অন্নদা ঠাকুর প্রথম এই কুমারী পুজো করেছিলেন। তৎকালীন সময় থেকেই কুমারী পূজার প্রচলন এখনও বর্তমান। চিরাচরিত প্রথা মেনেই ও রীতিনীতি বজায় রেখেই তা সুসম্পন্ন হয়েছে।

সমগ্র দেশে এখন বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প চলছে : প্রধানমন্ত্রী

রামেশ্বরম, ৬ এপ্রিল (হি.স.): সমগ্র দেশে এখন বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প চলছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীরে, বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম রেল সেতু, চেনাব সেতু, সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমে, মুম্বইতে, ভারতের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু, অটল সেতু, নির্মিত হয়েছে। পূর্বে, অসমে আপনারা বোগিবিল সেতু দেখতে পাবেন এবং দক্ষিণে, বিশ্বের কয়েকটি উল্লম্ব লিফট সেতুর মধ্যে একটি, পাম্বান সেতু নির্মিত হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'গত ১০ বছরে, ভারত নিজস্ব অর্থনীতির আকার দ্বিগুণ করেছে। এত দ্রুত বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হল আমাদের চমৎকার আধুনিক অবকাঠামো।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৫-এর সত্যতা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ (সংশোধন) বিল-২০২৫ এবং মুসলিম ওয়াকফ বিল ২০২৫ সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন কিছু রাজনৈতিক দল এই নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তখন কিছু মানুষ সুপ্রিম কোর্টের দরজাও কড়া নাড়ছে। তাই জনগণের বিভিন্ন বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক মানুষকে সচেতন করেছে এবং এর সত্যতা সম্পর্কে সচেতন করেছে, যা নিম্নরূপ:

প্রশ্নঃ ওয়াকফ সম্পত্তি কি ফেরত নেওয়া হবে?

উত্তর: ওয়াকফ অ্যাক্ট, ১৯৯৫ কার্যকর হওয়ার আগে ওয়াকফ অ্যাক্ট, ১৯৯৫-এর অধীনে নিবন্ধিত কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে প্রত্যাবর্তিত হবে না। একবার কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ ঘোষণা করা হলে তা স্থায়ীভাবে সেই রূপে থাকে। বিলটি কেবলমাত্র উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতার জন্য নিয়মগুলিকে স্পষ্ট করে। এটি জেলা কালেক্টরকে এমন সম্পত্তি পর্যালোচনা করতে দেয় যা ভুলভাবে ওয়াকফ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হতে পারে, বিশেষ করে যদি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সরকারি সম্পত্তি হয়। বৈধ ওয়াকফ সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকে।

প্রশ্ন: ওয়াকফ সম্পত্তির সমীক্ষা হবে না?

উত্তর: একটি সমীক্ষা হবে। বিলটি সার্ভে কমিশনারের পুরানো ভূমিকাকে একজন জেলা কালেক্টরের সঙ্গে প্রতিস্থাপন করেছে। জেলা কালেক্টররা বিদ্যমান রাজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সমীক্ষা পরিচালনা করবেন। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সমীক্ষা প্রক্রিয়া বন্ধ না করে রেকর্ডের নির্ভুলতা উন্নত করা।

প্রশ্ন: ওয়াকফ বোর্ডে কি অমুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে?

উত্তর: না, অমুসলিমরা বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না। বিলে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে দু''জন অমুসলিমকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত, যার ফলে কাউন্সিলে সর্বাধিক ৪ অমুসলিম সদস্য এবং ওয়াকফ বোর্ডে সর্বাধিক ৩ সদস্যের অনুমতি দেওয়া হবে, তবে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল এবং রাজ্য বোর্ডগুলিতে কমপক্ষে দুই সদস্য অ-মুসলিম হতে হবে। অধিকাংশ সদস্য এখনও মুসলিম সম্প্রদায়ের হবে। পরিবর্তনের লক্ষ্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস না করে দক্ষতা যোগ করা এবং স্বচ্ছতা প্রচার করা।

প্রশ্ন: নতুন সংশোধনীর আওতায় কি মুসলমানদের ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করা হবে?

উত্তর: কোনও ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করা হবে না। এই বিল শুধুমাত্র সেই সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলিকে ওয়াকফ ঘোষণা করা হয়েছে। এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে না যা ওয়াকফ হিসাবে দান করা হয়নি। শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় এবং আইনত ওয়াকফ হিসাবে উৎসর্গকৃত সম্পত্তিই নতুন নিয়মের আওতায় আসবে।

প্রশ্ন: সরকার কি এই বিল ব্যবহার করে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করবে?

উত্তর: বিলটি জেলা কালেক্টরের ওপরের পদমর্যাদার একজন আধিকারিককে পর্যালোচনা ও যাচাই করার ক্ষমতা দেয় যে, সরকারি সম্পত্তি ভুলভাবে ওয়াকফ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে কিনা। তবে এটি বৈধভাবে ঘোষিত ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অনুমোদন দেয় না।

প্রশ্ন: এই বিল কি অমুসলিমদের মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করার অনুমতি দেয়?

উত্তর: সংশোধনীতে বিধান করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ পরিষদ এবং রাজ্য বোর্ডে দুজন সদস্য অমুসলিম হবেন, পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত, কাউন্সিলে সর্বাধিক ৪ জন অমুসলিম সদস্য এবং ওয়াকফ বোর্ডে সর্বাধিক ৩ জন অমুসলিম সদস্য থাকতে পারবেন। এই সদস্যদের অতিরিক্ত দক্ষতা এবং তদারকির জন্য যোগ করা হয়। বেশিরভাগ সদস্যই মুসলিম সম্প্রদায়ের, যারা ধর্মীয় বিষয়ে সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: পয়েন্ট হারিয়ে আর্সেনাল শিরোপা লড়াইয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল

লন্ডন, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : গুডিসন পার্কে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের আর্সোনাল ও এভারটনের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ৩৪ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই আঘাত হানে এভারটন। প্রথম মিনিটেই আর্সেনালের ডি-বক্সে জ্যাক হার্মিসন ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় এভারটন। সফল স্পট কিকে সমতা ফেরান সেনেগালের ফরোয়ার্ড ইলিমান এনজাই। ম্যাচ অমিমাংসিত হওয়ার ফলে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল মিকেল আর্তেতার দল। টানা দুই জয়ের পর আবার হোঁচট খেল আর্সেনাল। ৩১ ম্যাচে ১৭ জয় ও ১১ ড্রয়ে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। এক ম্যাচ কম খেলে ১১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। ৩১ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে উঠেছে এভারটন। রবিবার ফুলহ্যামের মাঠে জিতলে ১৪ পয়েন্ট এগিয়ে যাবে আর্না স্লটের দল।

ঠাকুরপুকুরের বাজারে ঢুকে পথচারীদের ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমীর সকালে দুর্ঘটনা। ঠাকুরপুকুর এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাজারের সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ে। পর পর ধাক্কা মারে বেশ কিছু পথচারীকে। ছুটির দিনে ভিড় বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনার জেরে শোরগোল পড়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

লিগ আঁ: অঁজিকে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

প্যারিস, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার অঁজিকে ১-০ গোলে হারিয়ে পিএসজি অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন দিজিরে দুয়ে। পয়েন্ট টেবিলে পিএসজি এখন সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ফ্রান্সের শীর্ষ লিগে টানা চতুর্থ ও সব মিলিয়ে ত্রয়োদশ শিরোপা জিতল পিএসজি। বিরতির পরই এগিয়ে যায় পিএসজি। খাভিচা কাভারাৎস্খেলিয়ার কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড দুয়ে। ১৮ দলের টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে শিরোপা ধরে রাখল পিএসজি। ২৮ ম্যাচে ২৩ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৪।এক ম্যাচ কম খেলে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে মোনাকো।

চলতি মরসুমে আরও দুটি শিরোপা জয়ের হাতছানি হয়েছে পিএসজির সামনে। ফরাসি কাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে দলটি। আর অধরা চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জয়ের চেষ্টায় কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেছে তারা। সেমি-ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ অ্যাস্টন ভিলা। আগামী বুধবার প্রথম লেগ হবে প্যারিসে।

উত্তরপাড়ায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু শিশুর

হুগলি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): উত্তরাপাড়ায় বাবার চোখের সামনে মৃত্যু সন্তানের। বাবার সামনেই নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি পিষে দিল বছর আড়াইয়ের এক শিশুকে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাপাড়ায়।

জানা গেছে, উত্তরপাড়া পুরসভার একটি গাড়ি ধাক্কা মারে ওই শিশুকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশুটির। এর পরেই উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা।

লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে স্মরণীয় জয় পেল ভালেন্সিয়া

সান্তিয়াগো, ৬ এপ্রিল (হি.স.): সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার লিগ ম্যাচে ২-১ গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে স্মরণীয় জয় পেল ভালেন্সিয়া। ম্যাচ শুরুর ১০ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারতো রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু ভিনিসিউস জুনিয়র মিস করেন

পেনাল্টি। এই হতাশার মধ্যে ৫ মিনিট পর গোল হজম করতে হলো রিয়াল মাদ্রিদকেই। অনেক সুযোগ হাতছাড়ার করার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটে গোলটি ভিনিসিউস শোধ করলেও ৬ মিনিট যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে সতীর্থের ক্রস পেয়ে নিখুঁত হেডে গোল করেন দুরো। আর এই গোলের পরই সব আসা শেষ হয়ে যায় রিয়ালের। আর লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিয়ে স্মরণীয় জয় পেল ভালেন্সিয়া।দুই দলের প্রথম দেখায় একই ব্যবধানে হেরেছিল তারা। আর সবশেষ ১৩ মরসুমে লিগে কেবল একবার ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে জিতেছিল রিয়াল, আনচেলত্তির কোচিংয়ে ২০২১-২২ আসরে।

আসরে পঞ্চম হারের পর ৩০ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর এদিন পরের ম্যাচেই রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ড্র করেছে বার্সেলোনা। এর ফলে ৩০ ম্যাচে ২১ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। তবে ব্যবধান মাত্র ৪ পয়েন্টের।

মহাঅষ্টমীতে রাঁচিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ''জয় শ্রী রাম'' ধ্বনিতে মুখর শহর

রাঁচি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : মহাঅষ্টমী উপলক্ষে শনিবার রাতে রাঁচি শহরের অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শনিবার রাত ১০টা থেকে রবিবার ভোর ৩টা পর্যন্ত শহরজুড়ে ধ্বনিত হয় 'জয় হনুমান' ও 'জয় শ্রী রাম'।

বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০টি বড় ও ৬০টির বেশি ছোট শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় ছিল শ্রী রাম দরবার, অযোধ্যা রাম মন্দির, দেবী সীতা জন্ম, অঙ্গদ-রাবণ সংলাপ ও দেব-দেবীর থিম। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কার্টসরায় রোডের শ্রী মহাবীর শৃঙ্গার কমিটির শোভাযাত্রা, যেখানে শ্রী রামের রাজ্যাভিষেক ফুটিয়ে তোলা হয়। নব কলা মহাবীর মন্দির, থাড়পখনার শোভাযাত্রায় বিশাল রাম, সীতা ও হনুমান বিগ্রহ নজর কাড়ে। নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিলেন পুলিশবাহিনী। গোটা শহরজুড়ে ছিল কড়া নজরদারি।

রবিবার আইপিএলে হায়দরাবাদ খেলবে গুজরাটের সঙ্গে, হেড টু হেড পরিসংখ্যান

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার সন্ধ্যায় হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আইপিএল ২০২৫- এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ গুজরাট টাইটান্সের মুখোমুখি হবে। হায়দরাবাদ বনাম গুজরাটের মুখোমুখি রেকর্ড:

খেলা ম্যাচ - ৫টি
হায়দরাবাদ জিতেছে - ১টি
গুজরাট জিতেছে - ৩টি
কোন ফলাফল নেই - ১টি
শেষ ফলাফল - বৃষ্টির কারণে খেলা পরিত্যক্ত।
রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদের রেকর্ড:
খেলা ম্যাচ - ৫৯টিজিতেছে - ৩৬টি
হেরেছে - ২২টি
টাই - ১টি
সর্বোচ্চ স্কোর - ২৭৭/৩, হায়দরাবাদ বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (মার্চ ২০২৪)
সর্বনিম্ন স্কোর - দিল্লি ডেয়ারডেভিলস কর্তৃক ৮০/১০ (মে ২০১৩)

পদ্ম প্রতীক আস্থা ও আশার এক নতুন চিহ্ন হয়ে উঠেছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত কার্যকর্তাদের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ মন্তব্য করেছেন, পদ্ম প্রতীক আস্থা ও আশার এক নতুন চিহ্ন হয়ে উঠেছে।

রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে সকল কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন। এই উপলক্ষ্যে আমি সেই সমস্ত মহাপুরুষদের প্রণাম জানাই, যারা বিজেপির ভিত্তিভূমিতে দেশপ্রেমের বীজ বপন করে কোটি কোটি দেশপ্রেমের একটি বটবৃক্ষ তৈরি করতে কাজ করেছেন। মোদীজির নেতৃত্বে, বিজেপি প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি উন্নত ও বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।'

অমিত শাহ আরও লিখেছেন, 'এখন মোদীজির নেতৃত্বে পদ্ম প্রতীক দেশবাসীর মনে বিশ্বাস ও আশার নতুন প্রতীক হয়ে উঠেছে। গত এক দশকে বিজেপি যে সেবা, নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার কাজ করেছে তা আগামী দিনে মাইলফলক হয়ে উঠবে। কোটি কোটি বিজেপি কর্মী আদর্শিক প্রতিশ্রুতিকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে দেশ গঠনে অবদান রাখবেন।'

কলকাতায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন লকেট, বিঁধলেন পুলিশকে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): মহানগরী কলকাতায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। রবিবার সকালে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেন লকেট, তাঁকে স্কুটি চালাতেও দেখা যায়। এই শোভাযাত্রা থেকেই পুলিশ ও প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন তিনি।

লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা রাম নবমী উদযাপন করছি, শোভাযাত্রায় অংশ নিতে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। রাম সারা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে আছেন। আমাদের কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই; কেবল পশ্চিমবঙ্গই এমন একটি স্থান যেখানে আমাদের ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয়। পুলিশ অনুমতি দেয় না; আমরা সর্বদা আদালত থেকে অনুমতি পাই। পুলিশ এখানে ক্যাডার হিসেবে কাজ করছে, পুলিশ হিসেবে নয়।'

দিল্লিতে বসবাসকারী সমাজের সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করবে সরকার : রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা রবিবার বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি বলেন, দিল্লিতে বসবাসকারী সমাজের সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করবে দিল্লি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'আমরা সর্বদা দেশকে প্রথমে, দলকে পরে এবং নিজেদের শেষে রাখার নীতি অনুসরণ করেছি। আমাদের কাছে, দেশ সর্বদাই প্রথম ছিল এবং সর্বদা থাকবে। এখন আমরা দিল্লি এবং দেশের অগ্রগতির জন্য কাজ করতে যাচ্ছি। দিল্লিতে বসবাসকারী সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করবে দিল্লি সরকার।'

মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন সকালে দিল্লির কালকাজি মন্দিরে পুজো দেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ রাম নবমী এবং নবরাত্রির শেষ নবরাত্রী। আমি মায়ের আশীর্বাদ চেয়েছি এবং প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমাদের যথেষ্ট শক্তি দিন যাতে আমরা দিল্লির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে পারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দিল্লিতে উন্নয়নের ধারা বইতে শুরু করেছে।'

রামনবমীর শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, শান্তির মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান মমতার

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার কাছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল্যবোধ বজায় রাখার এবং সমুন্নত রাখার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে রাম নবমী উদযাপনের সাফল্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রামনবমীর শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, পবিত্র রাম নবমী উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি সকলের কাছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল্যবোধ বজায় রাখার এবং সমুন্নত রাখার আবেদন জানাচ্ছি। আমি শান্তিপূর্ণভাবে রাম নবমী উদযাপনের সাফল্য কামনা করছি।'

ওয়াকফ সংশোধনী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে। শনিবার রাতে তাতে সই করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেই সিলমোহর পাওয়ায় ওই বিল পরিণত হল আইনে। উল্লেখ্য, লোকসভায় দীর্ঘ ১৩ এবং রাজ্যসভায় দীর্ঘ ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলোচনা চলার পরে উভয় কক্ষে পাস হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল।

গ্রেপ্তার কুখ্যাত কট্টর জঙ্গি

সেতুদ্বার পাড়ায় পৌঁছানোর পর, ঝুম কুঁড়েঘরে লুকিয়ে থাকা দুষ্কৃতিরা পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। দ্রুত এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়ায়, পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। যার ফলে টিইউএনএফ নেতা অনিদা রিয়াংকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি কারখানায় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা গুলি এবং চাঁদাবাজির নোটিশ উদ্ধার করা হয়। অনিদা রিয়াং কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আনন্দ বাজার থানায় অবৈধ অস্ত্র রাখা, চাঁদাবাজি এবং পুলিশ কর্মীদের হত্যার চেষ্টার অভিযোগে একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই দলের বাকি দুষ্কৃতীদের আস্তানা খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার এবং এই অঞ্চলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

টেট পরীক্ষার প্রস্তুতি সহায়তায় বৃহৎ মক টেস্টের আয়োজন

● প্রথম পাতার পর

বি টি পরিচালিত আসন্ন টেট পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সফলতা নিশ্চিত করতে এই ধরণের উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন শিক্ষা মহলের অনেকেই।

সরকার সমাজের সেবা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার

● প্রথম পাতার পর

এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি আমাদের ভারতের অগ্রগতির দিকে কাজ করার এবং একটি বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের অতুলনীয় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেল আরও লেখেন, 'ভারতের জনগণ আমাদের দলের সুশাসনের এজেন্ডা দেখতে পাচ্ছেন, যা বিগত বছরগুলিতে আমরা যে ঐতিহাসিক জনাদেশ পেয়েছি তাতেও প্রতিফলিত হয়েছে, তা সে লোকসভা নির্বাচন, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন হোক। আমাদের সরকার সমাজের সেবা এবং সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবে।'

১৯৮০ সালে জন্ম নেওয়া বিজেপি-র উত্থান রাতারাতি হয়নি। অটলবিহারী বাজপেয়ী, মুরলি মনোহর যোশী, লালকৃষ্ণ আডবাণীদের লড়াই ছিল দীর্ঘ। সেই সময়ে তৈরি হওয়া ভিতের উপরে দাঁড়িয়েই এখন বড় শক্তি নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতায় নরেন্দ্র মোদী সরকার। দিল্লি-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি।

রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে

● প্রথম পাতার পর

শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যুব সমাজের স্বার্থ রক্ষায় তারা রাজপথে নেমে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন যুব কংগ্রেস সভাপতি।

দলীয় সূত্রে খবর, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলনের নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রকাশ করা হবে। রাজ্যের নানা প্রান্তে প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেসের এই আন্দোলন শাসক শিবিরের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

বিজেপি এখন দেশের সেরা রাজনৈতিক দল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উপায় অনুসন্ধান করছে যা তাদের পক্ষে উপকারী হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি এখন দেশের সেরা রাজনৈতিক দল। আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কাজ করছি। আমরা সম্প্রতি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য একটি বাজেট পেশ করেছি। আমরা জনগণের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য কাজ করি। আমাদের সরকার সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছে।

ডাঃ সাহা বলেন, মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির উপর তাদের আস্থা রেখেছে। তাই আগামীদিনেও তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে মানুষের আস্থা বজায় রাখতে কাজ করতে হবে কার্যকর্তাদের। এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যজুড়ে পালিত হয়েছে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় স্বচ্ছ ভারত অভিযান। রঞ্জিত নগরের বিভিন্ন মন্দির চত্বরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামনগর মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি তাপস দেবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া শহরেও দলীয় জেলা কার্য্যালয় ও ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডলে দিনটি উদযাপন করা হয়। সেখানে পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটল বিহারি বাজপেয়ী ও ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বিজেপির এই প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্য জুড়ে দলীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং মানুষের সেবার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার দিন হয়ে উঠেছে।

রামনবমী উপলক্ষে বাইক র‍্যালি

● আটের পাতার পর

বাসন্তী পূজো। দূর্গা পূজার মতই ষষ্ঠী থেকে দশমী অর্থাৎ পাঁচ দিন বাসন্তী পূজা করা হয়। এর মধ্যে দুর্গা পূজার মতোই বাসন্তী পুজোর নবমী দিনেটিতে নবরাত্রি উৎসব পালন করে থাকেন সনাতনীরা। এই সময়ে মা দুর্গার নয়টি রূপকে আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুজো করা হয়। পাশাপাশি প্রভু রামেরও আরাধনা করা হয়। তাই বিশ্বের বেশ কয়েকটি স্থানের মত আগরতলা শহরের সনাতনী যুবকরা রাম নবমী উপলক্ষে একটি সুবিশাল বাইক রেলির আয়োজন করেছিল। ভাটি অভয়নগর ঋষি পল্লী থেকে। প্রথমে তারা ভগবান রামকে পুজো দেয়। তারপর বাইক রেলিতে অংশগ্রহণ করেন। এতে অংশগ্রহণ করেন মোট ৮০ জন যুবক। তাদের এই বাইক রেলির উদ্দেশ্য সকল ধর্মের অংশের মানুষরা একত্রে যেন থাকতে পারে। পাশাপাশি এই বাইক রেলি থেকে ভাতৃত্ববোধ ও শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয়।

চুরির

● প্রথম পাতার পর

দুষ্কৃতিকারীরা শনিবার রাতের আঁধারে এক হাজার ইটের থেকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছেন দোকান মালিক। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মামলার তদন্তে নামে বিশালগড় থানার পুলিশ।

আইএমএ হাউসে

● আটের পাতার পর

মোট ৪০ জন রক্তদাতা রক্ত দিয়েছে।

এদিন রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা বলেন প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উপায় হিসেবেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

AFFIDAVIT

I, Rajashree Ray W/o- Sri Debabrata Ray, D/o- Late Rakhal Chandra Saha, resident of 28 NS Road, Agartala, P.O- Agartala, P.S- West Agartala, Dist- West Tripura, Pin- 799001 do hereby declare that I have changed my name from Rajashree Ray to Rajashri Ray and henceforth I shall be known as Rajashri Ray in all purpose, vide affidavit no- Agt/10/Feb sworn before the Notary Public at Agartala, West Tripura on 19.02.2025. Rajashri Ray and Rajashree Ray both are same and identical one female person.

তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ, আজ থেকে সন্তোষ স্মৃতি সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আরও একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে আগামীকাল থেকে। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ইতোমধ্যে প্রতিটি দল-ই একাধিক টুর্নামেন্টে খেলে নিয়েছে। আগামীকাল (সোমবার) থেকে টিসিএ আয়োজিত মরশুমের সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে।

এবারের এই টুর্নামেন্টে বরাবরের মতোই মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করতে চলেছে। দলগুলি হল চলমান সংঘ, ইউনাইটেড বি এস টি, শতদল সংঘ, মৌচাক ক্লাব, ওপিসি, কসমোপলিটন ক্লাব, পোলস্টার ক্লাব ও বিসিসি। টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে, নরসিংগড় টি আই টি ও পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। সম্প্রতি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আগামীকাল উদ্বোধনী দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া তিনটি ম্যাচের মধ্যে কসমোপলিটন ক্লাব বনাম মৌচাক ক্লাবের খেলা, টি আই টি গ্রাউন্ডে। পোলস্টার বনাম ওপিসি-র খেলা মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে। চলমান সংঘ ও শতদল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। ৯ এপ্রিল ইউনাইটেড বি এস টি বনাম বিসিসি (মেলাঘর), পোলস্টার বনাম কসমোপলিটন (পিটিএজি) ও মৌচাক বনাম ওপিসি (টি আই টি গ্রাউন্ড)। ১১ এপ্রিল চলমান সংঘ বনাম ইউ বি এস টি (টি আই টি), শতদল সংঘ বনাম কসমোপলিটন (মেলাঘর) ও মৌচাক বনাম পোলস্টার (পিটিএজি)।

১৩ এপ্রিল কসমোপলিটন বনাম বিসিসি (পিটিএ) পোলস্টার বনাম শতদল সংঘ (টি আই টি) ও মৌচাক বনাম চলমান সংঘ (মেলাঘর)। ১৬ এপ্রিল কসমোপলিটন বনাম ওপিসি (টি আই টি), মৌচাক বনাম ইউ বি এস টি (মেলাঘর) ও চলমান সংঘ বনাম বিসিসি (পিটিএ)। ১৮ এপ্রিল শতদল সংঘ বনাম ইউ বি এস টি (পিটিএ), কসমোপলিটন বনাম চলমান সংঘ (টি আই টি) ও ওপিসি বনাম বিসিসি (মেলাঘর)। ২০ এপ্রিল মৌচাক বনাম শতদল সংঘ (পিটিএ) ও পোলস্টার বনাম ইউ বি এস টি (টিআইটি)। ২২ এপ্রিল শতদল সংঘ বনাম বিসিসি (টিআইটি) পোলস্টার বনাম চলমান সংঘ (মেলাঘর) ও ওপিসি বনাম ইউ বি এস টি (পি টি এ)। ২৪ এপ্রিল মৌচাক বনাম বিসিসি (টিআইটি) ও ওপিসি বনাম চলমান সংঘ (পিটিএ)।২৬ এপ্রিল কসমোপলিটন বনাম ইউনাইটেড বি এস টি (পিটিএ), ওপিসি বনাম শতদল সংঘ (মেলাঘর) ও পোলস্টার বনাম বিসিসি (টিআইটি)। আগামীকাল ছয়টি দল মাঠে নামছে। প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস তারা করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে জয়ের জন্য প্রতিটি দল-ই মুখিয়ে রয়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার স্বপ্নে ধাক্কা ! ভারতের হয়ে খেলতে পারবেন না ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা, কেন ?

বাংলাদেশের হয়ে হামজা চৌধুরির কাঙ্ক্ষিত অভিষেক হয়ে গিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে সবুজ জার্সিতে খেলে ফেলেছেন গত মাসেই। হামজার অভিষেক নিয়ে বাংলাদেশে তো বটেই, ভারতেও হয়েছিল বিস্তর চর্চা। তখন থেকেই প্রশ্ন উঠছে, ইংল্যান্ডের অনূর্ধ-২১ দলে খেলা হামজা যদি সিনিয়র পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, তা হলে যে সব ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা বিদেশের লিগগুলিতে খেলছেন, তাঁরা কেন ভারতের হয়ে খেলতে পারবেন না? বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলার যে স্বপ্ন বহু বছর, বহু যুগ আগে থেকে দেখা হচ্ছে, তা সফল হবে কবে?এক দেশে জন্ম হলেও অন্য দেশের হয়ে ফুটবল খেলার উদাহরণ রয়েছে বহু।

দিয়েগো কোস্তা (ব্রাজিল জন্ম, স্পেনের হয়ে খেলেছেন), লুকাস পোদোলোস্কি (পোল্যান্ডে জন্ম, খেলেছেন জার্মানির হয়ে), রাহিম স্টার্লিং (জামাইকায় জন্ম, খেলেন ইংল্যান্ডের হয়ে), গঞ্জালো হিগুয়াইন (ফ্রান্সে জন্ম, খেলেছেন আর্জেন্টিনার হয়ে), পেপে (ব্রাজিলে জন্ম, খেলেছেন পর্তুগালের হয়ে) তালিকা শেষ হওয়ার নয়। ক্রিকেটেও উদাহরণ রয়েছে। জফ্রা আর্চারের জন্ম বার্বাডোজে হলেও খেলেন ইংল্যান্ডের হয়ে। কেভিন পিটারসেন, অইন মর্গ্যান, বেন স্টোকস, ঈশ সোধি, রাচিন রবীন্দ্র, কেশব মহারাজ, তেজা নিদামানুরু এঁদের সকলেরই অন্য দেশে জন্ম। খেলেছেন অন্য দেশের হয়ে।ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা (পারসন্স অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন বা পিআইও) চাইলেও ভারতের হয়ে খেলতে পারবেন না। নেপথ্যে ভারতের নিয়ম। পিআইও-রা হলেন এমন ব্যক্তি, যাঁদের কোনও সময় ভারতের পাসপোর্ট ছিল, বা যাঁদের বাবা-মা, ঠাকুরমা-ঠাকুরদা বা তাঁদেরও আগে কেউ ভারতে জন্মেছিলেন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছিলেন, অথবা যাঁরা কোনও ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করেছেন।

তার মানে এই নয় যে পিআইও-রা দ্বৈত নাগরিকত্ব পাবেন। এ দেশে আইনে কোনও ভারতীয় একই সঙ্গে নিজের দেশ ও অন্য কোনও দেশের নাগরিক হতে পারবেন না। যে সব ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা ভারতের হয়ে খেলতে চান, তাঁদের আগে অন্য দেশটির নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে হবে। তারা ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া) কার্ড পেতে পারেন, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভিসা এবং নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। তবে তাতে জাতীয় দলে খেলা সম্ভব নয়।ফিফার নিয়ম কী বলছে?ফিফা স্পষ্ট জানিয়েছে, ফুটবলারেরা কোনও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন তখনই, যদি তাঁর কাছে সেই দেশের বৈধ পাসপোর্ট থাকে। এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি, যেটি দিয়ে ওই ব্যক্তি নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারবেন।

সেই পাসপোর্টে লাতিন হরফে ওই ফুটবলারের নাম, জন্মসাল, জন্মের জায়গা এবং নাগরিকত্বের উল্লেখ থাকবে।ভারতের নিম্নগামী র‍্যাঙ্কিং-ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এ দেশের হয়ে খেলতে চেয়েছেন, এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু ভারতের ফিফা র‍্যাঙ্কিং এতটাই নীচে যে তারা অন্য দেশটির নাগরিকত্ব ছাড়তে চাইছেন না।

ইউরোপের লিগে যে সব ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা খেলেন, তাঁদের ইউরোপীয় দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতের নাগরিকত্ব নিলে, ইউরোপে ফুটবল খেলার দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ইউরোপীয় দেশগুলিতে ‘ওয়ার্ক ভিসা’ সংক্রান্ত নিয়মের বেশ কড়াকড়ি রয়েছে। তাই জন্যই র‍্যাঙ্কিংয়ে নীচের দিকে থাকা দেশগুলির ফুটবলারেরা উঁচুর দিকে থাকা দেশগুলির ক্লাবে খেলতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ‘ওয়ার্ক ভিসা’ পাবেনই না। এই কারণেই সুনীল ছেত্রী ইংরেজ ক্লাব কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও সই করতে পারেননি। স্কটিশ লিগে খেলা ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় ইয়ান ধান্ডা এক বার সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, “পাসপোর্ট ছেড়ে দিলে আমি কোনও দিন ব্রিটেনের পেশাদার লিগে খেলতে পারব না। কারণ ভারতের ফিফা র‍্যাঙ্কিং অনেক নীচে।” ভারতের হয়ে খেলার জন্য সম্প্রতি কোচ মানোলো মার্কেজের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন ধান্ডা। তবে এ দেশের নিয়মের বেড়াজালে আটকে গিয়ে খেলতে পারছেন না।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজস্থানের মরুভূমিতে আটকে গেল পঞ্জাব মেল

আইপিএলে যেখানে প্রথমে ব্যাট করে জেতা প্রায় অসম্ভব, শনিবার সেখানে দু’টি ম্যাচই জিতল প্রথমে ব্যাট করা দল। দুপুরের ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের পর সন্ধ্যার ম্যাচে বাজিমাত করল রাজস্থান রয়্যালস। পঞ্জাব কিংসকে ৫০ রানে হারালেন সঞ্জু স্যামসনেরা। এ বারের আইপিএলে এই প্রথম বার রাজস্থানের অধিনায়কত্ব করছেন সঞ্জু। জয় দিয়ে শুরু করলেন তিনি। অন্য দিকে প্রথম দুই ম্যাচ জেতার পর ঘরের মাঠে ফিরে হারে ফিরলেন শ্রেয়স আয়ার।চণ্ডীগড়ের মাঠে টস জিতে চোখ বন্ধ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স। শুরুতে যশস্বী জয়সওয়াল একটু সাবধানে খেলছিলেন। আগের তিন ম্যাচে মাত্র ৩৪ রান করেছেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, চাপে রয়েছেন। যশস্বীকে থিতু হওয়ার সময় দেন সঞ্জু। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাট করছিলেন তিনি। পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে বড় শট খেলছিলেন। পাওয়ার প্লে-তে কোনও উইকেট না হারিয়ে ৫৩ রান করে রাজস্থান।কয়েকটি বল খেলার পর আত্মবিশ্বাস ফিরে পান যশস্বী। রান তোলার গতি বাড়ান তিনি। কিন্তু যে ভাবে তিনি সহজেই বড় শট খেলেন তা মারতে পারছিলেন না। ৮৯ রানের মাথায় রাজস্থানকে প্রথম ধাক্কা দেয় পঞ্জাব। লকি ফার্গুসনের বলে ৩৮ রানে আউট হন সঞ্জু। তিন নম্বরে নেমে রিয়ান পরাগ মারমুখী ব্যাটিং শুরু করেন। যশস্বীও রানের গতি বাড়ান।অর্ধশতরান করেন যশস্বী। কিন্তু আইপিএলে এটি তাঁর সবচেয়ে মন্থর অর্ধশতরান। ৫০ পার করার পরে কয়েকটি বড় শট মারেন যশস্বী। শেষ পর্যন্ত ফার্গুসনের বলেই ৬৭ রানে ফেরেন তিনি। নীতীশ রানা শুরু থেকে বড় শট মারলেও বেশি ক্ষণ টিকতে পারেননি। ১২ রান করে আউট হন।ডেথ ওভারের জন্য অর্শদীপ সিংহ, মার্কো জানসেন ও মার্কাস স্টোইনিসকে রেখেছিলেন শ্রেয়স। পরাগ ও শিমরন হেটমেয়ার প্রতি বলে বড় শট খেলার চেষ্টা করছিলেন। পঞ্জাবের পেসারেরা বলের গতির হেরফের করছিলেন। ফলে কয়েকটি বল ব্যাটে লাগেনি। রান তোলার গতি কমছিল। তার মাঝেই দুই ব্যাটারের একটি করে ক্যাচ পড়ে। সেই সময় দু’জন আউট হলে সমস্যায় পড়ত রাজস্থান। পঞ্জাবের খারাপ ফিল্ডিং তাদের সুবিধা করে দেয়।শেষ দিকে হাত খোলা শুরু করেন পরাগ। হেটমেয়ার ২০ রান করে আউট হলেও শেষ পর্যন্ত থাকেন পরাগ। তাঁকে সঙ্গ দেন ধ্রুব জুরেল। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান করে রাজস্থান। পরাগ ৪৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। চণ্ডীগড়ের এই মাঠে আইপিএলে এটিই সর্বাধিক রান। এই মাঠে এর আগে তিনটি ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করা দল দু’বার জিতেছিল। তাই পঞ্জাবের পক্ষে রান তাড়া করা যে সহজ হবে না তার ইঙ্গিত ছিল। সেটাই হল।

হারের ধাক্কায় বেসামাল হার্দিক! মাঠের ধারে হাউ হাউ করে কাঁদলেন মুম্বইয়ের অধিনায়ক

আইপিএলের ইতিহাসে নিজের সেরা স্পেল করেছিলেন। ব্যাট হাতেও সুযোগ ছিল দলকে জেতানোর। কিন্তু পারেননি। আরও একটি ম্যাচে হেরেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে হারের পর নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি হার্দিক পাণ্ড্য। মাঠের ধারে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখা যায় তাঁকে।ম্যাচের শেষে যখন দু’দলের ক্রিকেটারেরা হাত মেলাচ্ছেন, তখন দেখা যায় একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন হার্দিক। তাঁর হাত কোমরে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কাঁদছেন তিনি। হার্দিককে দেখে এগিয়ে আসেন মুম্বইয়ের এক সাপোর্ট স্টাফ। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হার্দিককে সামলানো যাচ্ছিল না।লখনউয়ের বিরুদ্ধে হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন হার্দিক। তাঁর মতে, ম্যাচ জিতিয়ে ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু পারেননি তিনি। হার্দিক বলেন, “আমাদের ব্যাটিং ভাল হয়নি। দলগত ব্যর্থতা বলা যায়। আমাদের খামতি ছিল। আমরা দল হিসাবে যেমন জিতি, তেমনই দল হিসাবেই হারি। লখনউ ম্যাচে ব্যর্থতার দায় অধিনায়ক হিসাবে সম্পূর্ণ আমি নিচ্ছি।”লখনউয়ের বিরুদ্ধে ২০৪ রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় মনে হচ্ছিল মুম্বই জিতবে। কিন্তু পর পর সূর্যকুমার যাদব আউট হওয়ার পর রান তোলার গতি কমে যায়। শেষ ওভারে জিততে দরকার ছিল ২২ রান। প্রথম বলে ছক্কা মারেন হার্দিক। কিন্তু দু’টি বলে রান হয়নি। সেখানেই খেলা হাত থেকে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১২ রানে হারে মুম্বই। ১৬ বলে ২৮ রান করে অপরাজিত থাকেন হার্দিক। হার নিশ্চিত জেনে এক বার ব্যাট ছুড়ে ফেলতেও দেখা যায় তাঁকে। পরে কেঁদে ফেলেন তিনি।গত মরসুমের আগে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করেছিল মুম্বই। এই সিদ্ধান্ত ভাল ভাবে নেননি সমর্থকদের একাংশ। ওয়াংখেড়েতে বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়েছিল হার্দিককে। সে বারও খুব খারাপ খেলেছিল মুম্বই। এ বার অবশ্য শুরু থেকেই সমর্থন তাঁর সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু তার পরেও প্রথম চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি হেরেছে মুম্বই। এই ফল হয়তো মেনে নিতে পারছেন না হার্দিক। সেই কারণে আবেগ ধরে রাখতে পারছেন না তিনি।

‘আমি ওঁর মতো হতে চাই,’ শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও যশস্বীর আদর্শ কে?

এ বারের আইপিএলের শুরুটা ভাল হয়নি যশস্বী জয়সওয়ালের। তিনটি ম্যাচে মোট ৩৪ রান করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলা যশস্বী মাঠের পাশাপাশি মাঠের বাইরেও এক জনকেই নিজের আদর্শ মনে করেন। তাঁর মতো হতে চান তিনি।

কার কথা জানিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেটার?রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে নিজের আদর্শ মনে করেন তিনি। রাজস্থানের কোচ হওয়ার আগে ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। সেখানেও তাঁর অধীনে ছিলেন যশস্বী। শনিবার আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দ্রাবিড়ের কথা যশস্বীর মুখে।সম্প্রচারকারী চ্যানেলে একটি ভিডিয়োয় যশস্বী বলেন, “দ্রাবিড় একজন দুর্দান্ত মানুষ। ওঁর মতো এক জনের এত কাছে থাকা ও শেখার সুযোগ পেয়েছি। শুধু ক্রিকেটার হিসাবে নয়, মাঠের বাইরেও ওঁর থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। যে ভাবে উনি চলাফেরা করেন, কথা বলেন, ক্রিকেট নিয়ে ভাবেন, সকলকে সম্মান করেন, তা এক কথায় অসাধারণ। এত বছর ধরে উনি এটা বয়ে নিয়ে চলেছেন। আমি ওঁর মতো হতে চাই।”

যশস্বী জানিয়েছেন, তিনি শুধু এক ফরম্যাটের ক্রিকেটার হয়ে থাকতে চান না। তিনটি ফরম্যাটেই দেশের হয়ে খেলতে চান। সেই শিক্ষা তিনি দ্রাবিড়ের কাছ থেকেই পাচ্ছেন। যশস্বী বলেন, “দ্রাবিড়স্যর শিখিয়েছেন, কী ভাবে প্রতিটা ফরম্যাটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। আগে প্রথম বল থেকে বড় শট খেলার চেষ্টা করতাম। এখন অনেক পরিণত হয়েছি। যদি ১০ বলে ৩০ রান করতে হয়, তা হলেও আমি তৈরি। আবার ৫০ বলে ১০ রান করার মতো পরিস্থিতিতেও আমি তৈরি।

দ্রাবিড়স্যরের এই শিক্ষা আমি কাজে লাগাতে চাই।”এ বারের আইপিএলে যশস্বীর মতো শুরুটা ভাল হয়নি রাজস্থানেরও। প্রথম তিন ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি জিতেছে তারা। পয়েন্ট তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে রাজস্থান। তবে যশস্বীর আশা, পঞ্জাবের বিরুদ্ধে জিতবেন তাঁরা। একটা ম্যাচ জিতলে দল আবার আত্মবিশ্বাস পেয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি।

বুমরাহকে খেলার অনুমতি ভারতীয় বোর্ডের, দিন দুয়েকের মধ্যে যোগ দেবেন মুম্বই শিবিরে

খেলার জন্য অনেকটাই তৈরি যশপ্রীত বুমরাহ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাঁকে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মেডিক্যাল টিমের রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। রবিবার বুমরাহ যোগ দিতে পারেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শিবিরে। তবে সোমবারই মুম্বইয়ের ম্যাচে মাঠে নামবেন না তিনি।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পঞ্চম টেস্ট খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। তবে থেকে তিনি মাঠের বাইরে ছিলেন। খেলতে পারেননি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আইপিএলে এখনও তাঁকে পাননি হার্দিক পাণ্ড্যেরা। বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, বুমরাহকে খেলার ছাড়পত্র দিয়েছেন বোর্ডের চিকিৎসকেরা। তাঁর পিঠে আর কোনও সমস্যা নেই। স্বাভাবিক ভাবে বল করতে পারছেন।আগামী সোমবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে খেলা রয়েছে মুম্বইয়ের। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে হয়তো খেলবেন না বুমরাহ। তার পর ১৩ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে পারেন তিনি। আইপিএলে মাঠে নামার আগে গোটা দুয়েক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারেন বুমরাহ। অক্ষর পটেলদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে কয়েক দিন সময় থাকায় হার্দিকেরা নিজেদের মধ্যে দু’টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন। সেই ম্যাচগুলিতে খেলে ছন্দ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবেন বুমরাহ।প্রস্তুতি ম্যাচগুলিতে বুমরাহের উপর নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বোর্ডের পক্ষ থেকে। মুম্বইয়ের মেডিক্যাল টিমের সদস্যেরা নজর রাখবেন। দেখা হবে বুমরাহের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা। সব ঠিক ঠাক থাকলে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আবার প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেটে ফিরবেন বুমরাহ।

ধোনিকে অবসর নিয়ে প্রশ্নই করেন না ফ্লেমিং, দিল্লির কাছে হারের পর কেন বললেন চেন্নাই কোচ?

শনিবার চেন্নাই বনাম দিল্লি ম্যাচে চিদম্বরম স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনির বাবা-মা। আইপিএল প্রথম বার ছেলের খেলা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা। জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, এই ম্যাচেই অবসর ঘোষণা করতে পারেন ধোনি। যদিও তা সত্যি হয়নি। ম্যাচের পর চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং জানিয়েছেন, ধোনিকে এখন অবসরের কথা ঘুণাক্ষরেও জিজ্ঞাসা করেন না।শনিবার ম্যাচের পর ফ্লেমিংকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ধোনির অবসর নিয়ে কিছু জানেন কি না। ফ্লেমিং স্পষ্ট বলেছেন, “না। কোনও জল্পনা থামানোর দায়িত্ব আমার নয়। ওর অবসর নিয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। এটুকু বলতে পারি, এখনও ধোনির সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসি। দারুণ খেলছে। অবসর নিয়ে তো আজকাল ওকে কিছু জিজ্ঞাসাই করি না। আপনারাই সব সময় অবসর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।”

টানা তিনটি ম্যাচ হারের পর চেন্নাই শিবির জুড়ে হতাশা। সমর্থকেরা রেগে গিয়েছেন বিজয় শঙ্কর এবং ধোনির ধীরগতিতে খেলা দেখে। যদিও ফ্লেমিং দু’জনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, “ওরা সত্যিই ভাল খেলেছে। গোটা ইনিংস জুড়েই বিজয়ের টাইমিং ছিল দেখার মতো। তবে ১২ থেকে ১৬ ওভারের সময়টা সবার কাছেই কঠিন ছিল। তখন খেলাটা দেখতে ভাল লাগছিল না।ফ্লেমিংয়ের সংযোজন, “আসলে আমরা খেলার সময় পরের দিক বল গ্রিপ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। আমরা জানতাম পরের দিকে পিচ মন্থর হয়ে যাবে। তাই আগে ব্যাট করতে চেয়েছিলাম।”

দেশের পূর্বতন সরকারগুলি শুধু দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত মার্গদর্শনে রাজ্য সরকারও মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। অথচ পূর্বতন সরকারগুলি শুধু দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল।

রবিবার টাউন বড়দোয়ালী মন্ডল আয়োজিত এক যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন ব্যাপক সংখ্যায় লোকজন ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাতলে সামিল হন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজকের দিনটা একটা স্মরণীয় দিন। আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর আমাদের পূর্বসুরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রচেষ্টায় ভারতীয় জন সংঘ তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভারত রত্ন এবং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে ১৯৮০ সালে আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর চার বছর পর ১৯৮৪ সালে সংসদ নির্বাচনে মাত্র দুটি আসন পাওয়া যায়। আর সেই দুটি আসনের জায়গায় গতবার ৩০৩টি ছিল। এখন ২৪০টি আসন। সেই সঙ্গে এখন দেশের রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রয়েছে। রাজ্যসভায় আমাদের ৯৮ জন সদস্য রয়েছেন। এছাড়া ১,৬৫৬ জন নির্বাচিত বিধায়ক রয়েছেন। ১৬২ জন বিধান পরিষদের সদস্য রয়েছেন। আজকে যারা বিভিন্ন পার্টি ছেড়ে এসেছেন আমি তাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানাই। আপনারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা পৃথিবীর মানুষ এখন দেখছেন যে ভারত কোনদিকে যাচ্ছে। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশের জন্য বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেটা আগে কখনো কোন প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান নিতে পারেন নি। কিছুদিন আগে ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও খুশি হয়েছেন। কংগ্রেস ও ইউপিএ সরকারের সময়ে কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থে আইন তাদের মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সেটাকে সংশোধন করে গরীব মানুষের জন্য করা হয়েছে। যারা ওয়াকফ বোর্ডের জমি নিয়ে এতদিন ধরে আহ্লাদ করেছে তাদের কোমর ভেঙে গেছে। তিন তালাক নিয়েও প্রধানমন্ত্রী বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করেছেন। আগের সরকারগুলো দুর্নীতির সঙ্গে আকণ্ঠ জড়িত ছিল। দুর্নীতির জন্য রাজনীতি করেছে তারা। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে স্বচ্ছ রাজনীতি করা যায়। স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায় সেটা প্রধানমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন। আর আমাদের রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত মার্গদর্শনে স্বচ্ছতার সঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্যে দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছরের বাম রাজত্বে খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। সেই জায়গায় রাজ্যে এখন সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্রীড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের দিশায় কাজ করছে। এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সদর আরবান জেলার সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য, বড়দোয়ালী মন্ডলের প্রভারী সুব্রত চক্রবর্তী, মন্ডল সভাপতি শ্যামল কুমার দেব, পুর কর্পোরেটর অলক রায়, শম্পা সরকার চৌধুরী, জাহ্নবী দাস চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভায় ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করা কর্মী সমর্থকদের বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ২৮৩ পরিবারের ৮৫৭ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাতলে সামিল হন।

মহানবমীতে আগরতলা দুর্গাবাড়ীতে ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আজ চৈত্র মাসের মহানবমী। প্রথা অনুসারে আগরতলার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়িতে মহা নবমীতেও অনুষ্ঠিত হয়েছে বাসন্তী পূজা। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার জাঁকজমক থাকলেও, চৈত্র মাসের এই পূজা পরিচিত বাসন্তী পূজা নামে। মূলত প্রাচীন কালের রীতি মেনে এই চৈত্র মাসেই দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল বলে মনে করেন অনেক পণ্ডিত।

রাজধানীর দুর্গাবাড়িতে প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বাসন্তী পূজা। নবমীর দিনে ভোর থেকেই পূজার্চনা শুরু হয় এবং দিনভর চলে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। এদিন মহা অষ্টমী তিথিতেও মণ্ডপে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়। ভক্তদের প্রণাম, অঞ্জলি প্রদান এবং পূজার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে মন্দির চত্বর ছিল মুখর।

দুর্গাবাড়ির প্রধান পুরোহিত জানান, প্রথা মেনেই দুর্গাবাড়িতে নবমীতে বাসন্তী পূজার সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভক্তদের মধ্যে ছিল ভক্তি ও উৎসবের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। পূজা উপলক্ষে মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকায় ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং যথাযথ পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও। বাসন্তী পূজার মাধ্যমে চৈত্র মাসে নবচেতনার বার্তা নিয়ে মহাশক্তির আরাধনায় মগ্ন থাকলো আগরতলার ভক্তসমাজ।

বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে কমলপুরে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ এপ্রিল।। কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৯ নং ওয়ার্ডের পূর্বহারের খোলা এলাকায় এবারও ধুমধামে চলছে বাসন্তী পূজা। এলাকার ফার্মার ক্লাবের এই বাসন্তী পূজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনতার মধ্যে ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৯ নং ওয়ার্ডের পূর্ব হারের খোলা এলাকায় বাসন্তী পূজার জমজমাট আসর বসেছে। এবার নিয়ে দ্বিতীয় বার বাসন্তী পূজার এই আয়োজন করেছে এলাকার ফার্মার ক্লাব। এই বাসন্তী পূজার আনন্দে মেতেছেন গ্রামের কৃষক পরিবার। মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী পূজার সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে নানা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। মহানবমীতে সবার মধ্যে বিতরণ করা হয় মহাপ্রসাদ। মহানবমীর সন্ধ্যায় স্থানীয় বিভিন্ন শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে। এবিষয়ে বিস্তারিত জানান ফার্মার ক্লাবের সভাপতি ডক্টর অভিজিৎ দাস।

এদিকে কমলপুর শতবর্ষের কমলেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গা বাড়ি মন্ডপে এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বাসন্তীপূজা সাত বছরে পা দিয়েছে। এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে কমলেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে বাসন্তী প্রতিমা প্রতি বছর এক কাঠামের উপর আচার্য মৃৎশিল্পী দিয়ে তৈরী করা হয়। বাসন্তী মায়ের পূজা অর্চনা করা হয় নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে। আজ মহানবমী। এই মহানবমীর মহাপ্রসাদ বিতরন করা হয়। প্রচুর দর্শনার্থীরা খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহন করেন।

উজবেকিস্তানের তাসখন্দে আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়নের আইপিইউ) ঐতিহাসিক ১৫০তম সমাবেশে 'সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের জন্য সংসদীয় পদক্ষেপ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানের চেতনা হলো সকল নাগরিকের সাথে সমান আচরণ করা, তাদের সমান সুযোগ প্রদান করা এবং সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া অংশগুলিকে "প্রগতি ও উন্নয়নের মূল ধারায়" একীভূত করা। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন-২০১৬", "পরিবহন ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন, ২০১৯" এর মতো বিল, এবং "নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম-২০২৩" সমাজের সকল বিভাগের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।

তেলিয়ামুড়ায় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিশেষ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভা। তেলিয়ামুড়া সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত মেঘলাই, তেলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুর ব্লকের আওতাধীন সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ইন-চার্জদের নিয়ে আয়োজিত এই সভা রাজ্য ও টি.টি.এ.এডিসি শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন খোয়াই জেলা শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি লাল দেববর্মা। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এন.সি. শর্মা। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন টি.টি.এ.এডিসির প্রিন্সিপাল অফিসার জর্জ নির্মল দেববর্মা, রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর উৎপল চক্রবর্তী, ডেপুটি ডিরেক্টর রুদ্রদীপ, ওএসডি শ্রী অভিজিৎ সমাজপতি ও শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। সভায় বিভিন্ন ব্লকের বিদ্যালয় পরিদর্শকরাও অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বক্তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গঠনমূলক, সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য ও এডিসি প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা মত প্রকাশ করেন, এই ধরণের সম্মিলিত উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

ডিরেক্টর এন.সি. শর্মা শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরও সক্রিয় ও যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের নিজের সন্তানের মতো যত্ন দিলে তাদের উপস্থিতি বাড়বে এবং শিক্ষার মান উন্নত হবে।

তিনি আরও বলেন, সমগ্র শিক্ষা অভিযান, নিপুণ ত্রিপুরা মিশন, বিদ্যালয় সমীক্ষা কেন্দ্র, অটল টিংকরিং ল্যাব, আইসিটি প্রকল্প, মিড-ডে মিল, ইউ-ডাইস, বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা ও কো-লোকেটেড অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারসহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নে বিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে নেশাজনিত আসক্তি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই সমস্যার মোকাবিলায় স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এগিয়ে আসতে হবে।

ডিরেক্টর শর্মা জানান, রাজ্যের আটটি জেলায় পর্যায়ক্রমে এ ধরনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি, শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিত হঠাৎ পরিদর্শন (সারপ্রাইজ ভিজিট) চলবে, যার মাধ্যমে এই সভার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরও নিয়মিতভাবে ভিজিট চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সভার শেষে তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রবিবার বড়জলা সনাতনি হিন্দু সমাজ আয়োজিত রাম নবমি পূজায় সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

রামনবমী উপলক্ষ্যে আমতলী সাই বাবা মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আজ রামনবমী। আর এই দিনে আগরতলা আমতলী থানার অন্তর্গত বৈষ্ণব টিলায় অবস্থিত শ্রী শ্রী সাই বাবা মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। এদিন উনার সঙ্গে থেকে একই সঙ্গে রামনবমীর পুজো করলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়।

হিন্দুদের বারো মাসে ১৩ পার্বণ। গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে বাসন্তী পূজো। দূর্গা পূজার মতই ষষ্ঠী থেকে দশমী অর্থাৎ পাঁচ দিন বাসন্তী পূজা করা হয়। এর মধ্যে সনাতনীরা বছরে চারবার নবরাত্রি উৎসব পালন করে থাকেন। চৈত্র ও শারদীয়া নবরাত্রি এবং দুটি গুপ্ত নবরাত্রি। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে চৈত্র নবরাত্রি উৎসব পালিত হয়। এই সময়ে মা দুর্গার নয়টি রূপকে আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুজো করা হয়। গোটা বিশ্বে এই দিনটি পালন করা হয় নবরাত্রি হিসেবে। হিন্দু বাঙ্গালীদের কাছে এই পুজোই বাসন্তী দুর্গা পুজো নামে পরিচিত। বসন্তকালে এই পুজো হয় বলে, এই দুর্গাপুজো বাসন্তী নামে পরিচিত।

তাই এই বিশেষ দিনে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় কে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা আমতলী থানার অন্তর্গত বৈষ্ণব টিলায় অবস্থিত শ্রী শ্রী সাই বাবা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। এদিন তিনি পুজো দিয়ে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন রাজনীতি করলেও প্রথমে আমরা মানুষ। তাই মানবদরদী হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া মানুষের কাজ করছে বর্তমান সরকার। পাশাপাশি এদিন তিনি রাজ্যবাসীকে বাসন্তী পুজো ও রামনবমীর শুভেচ্ছা জানান।

আড়ালিয়ায় হামলার শিকার পরিবার, আহত ৬, অভিযুক্তরা এখনো পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। স্ত্রী ও সন্তানকে খুঁজতে গিয়ে ভয়াবহ হামলার শিকার হলেন এক ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলা পূর্ব থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া এলাকার লোকনাথ মুসলিম পাড়ায়।

জানা গেছে, স্থানীয় নজরুল মিয়ার বাড়িতে হঠাৎই হামলা চালায় একই এলাকার এক পরিবার। হামলার জেরে গুরুতরভাবে আহত হন মোট ৬ জন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন নজরুল মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা নজরুল মিয়ার বাড়ির একাধিক সামগ্রী ভাংচুর করে এবং তা নষ্ট করে দেয়। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত খোকন মিয়া ও তার সহযোগীরা পলাতক।

আহতরা জানিয়েছেন, ঠিক কী কারণে এই হামলা তা এখনও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তারা এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

রামনবমী উপলক্ষে বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। রামনবমী উপলক্ষে সনাতনী যুবকরা রবিবার আগরতলা শহরে একটি বাইক রেলি সংগঠিত করে। এই বাইক রেলি থেকে শান্তি সম্প্রীতি ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের নির্বাচনে নব নির্বাচিত সদস্য, সদস্যা সহ সম্পাদক ও সভাপতিরা।

বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের সংকট, ব্যাহত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ এপ্রিল।। "স্বাস্থ্যই সম্পদ" — এই প্রবাদটি যেন আবারও বাস্তব হয়ে উঠেছে বক্সনগরের সাধারণ মানুষের জন্য। বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আয়ুর্বেদিক ইউনিট বর্তমানে ডাক্তারের অভাবে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ফলে এই ইউনিটে আসা অসংখ্য রোগী আজ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। প্রায় ৪৫ হাজার মানুষের বসবাস বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার মানুষ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চালু হওয়া এই ইউনিট একসময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চিকিৎসক না থাকার কারণে। পরে বর্তমান সরকারের আমলে ইউনিটটি আবারও চালু হয়। কিন্তু সম্প্রতি ফের একই কারণে পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেল।

এই ইউনিটে নিযুক্ত একমাত্র চিকিৎসক ডা. সঙ্গীতা দাস গতকাল ২ এপ্রিল বিশালগড় গভর্নমেন্ট হাসপাতালে বদলি হয়েছেন। তিনি সপ্তাহে তিন দিনমঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবারএই ইউনিটে রোগী দেখতেন। তাঁর শেষ কর্মদিবস ছিল ৫ এপ্রিল। ওই দিন রোগীর চাপ ছিল ব্যাপক, কিন্তু পরদিন থেকে ইউনিটে আর কোনও চিকিৎসক না থাকায় সমস্ত পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে।

রোগীদের অভিযোগ, ওষুধ থাকলেও চিকিৎসক না থাকায় তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেকেই আশাহত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। স্থানীয়দের দাবি, যদি একজন ডাক্তারকে বদলি করা হয়েছে, তবে তাঁর পরিবর্তে নতুন ডাক্তারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

এই অবস্থায় স্থানীয়রা স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি তুলেছেন, ন্যাশনাল আয়ুশ মিশনের অধীনে অবিলম্বে বক্সনগর আয়ুর্বেদিক ইউনিটে নতুন চিকিৎসক নিয়োগ করা হোক। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে দিকেও প্রশাসনের নজর দেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ।

নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ১৫০ লিটার দেশি ও বিদেশী উদ্ধার ধর্মনগর থানা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ এপ্রিল।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ১৫০ লিটার দেশি ও বিদেশী উদ্ধার করল ধর্মনগর থানার পুলিশ। এ সম্পর্কে ধর্মনগর থানার পুলিশ আধিকারিক সুলেমান রিয়াং এক সাক্ষাৎকারে জানান, তাদের কাছে একটি গোপন খবর আসে, ধর্মনগরের পূর্ব বাজারে মদের রমরমা ব্যবসা চলছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ আধিকারিক সুলেমান রিয়াং ধর্মনগর থানার আরো দুই আধিকারিককে নিয়ে পূর্ব বাজারে অভিযান চালায়। সেই অভিযানে একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে ১৫০ লিটার দেশী ও বিদেশী মদ উদ্ধার করে। পাশাপাশি ওই এলাকায় মাদকাসক্ত চার ব্যক্তিকে আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসা হয়।

আইএমএ হাউসে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। রবিবার আইএমএ হাউসে রাজ্যের বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক প্রয়াণ সুমন্ত দত্তের স্মৃতিতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক প্রয়াত সুমন্ত দত্তের স্মৃতিকে সামনে রেখে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন আগরতলা আইএমএ হাউসে। এই রক্তদান শিবিরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas